পঞ্চম অধ্যায়

⏭ দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

শিৰার্থীরা যা জানবে–

- দেব–দেবী সম্পর্কে
- পূজা–পার্বণের ধারণা
- গণেশ দেবতা সম্পর্কে
- সরস্বতী দেবী সম্পর্কে
- সমাজ ও বাস্তব জীবনে দেবদেবীর পূজার গুরবত্ব সম্পর্কে

বিষয়–সংৰেপ

ঈশ্বরকে দেখা যায় না। তিনি নিরাকার। নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূ পকে বলা হয় দেব–দেবী। ঈশ্বরের বিভিন্ন রূ প কল্পনা করে দেব–দেবীর বিগ্রহ বা প্রতিমা তৈরি করা হয়। এগুলোকে ঈশ্বর অস্তিত্ব কল্পনা করে পূজা করা হয়। পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূ পকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে স্তুতি করা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা। পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দ। অর্থাৎ যে উৎসবগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, এমন ধরনের অনুষ্ঠানকে পার্বণ বলে অভিহিত করা হয়।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. দেবতারা ঈশ্বরের —— রূ প।
২. সরস্বতী —— দেবী।
৩. সকলে মিলে পূজা করলে পূজা হয়ে ওঠে ——।
৪. পূজা–পার্বণের মাধ্যমে —— মিলনের সৃষ্টি হয়।

উত্তর : ১. সাকার; ২. বিদ্যার; ৩. পার্বণ বা উৎসবমুখর; ৪. সামাজিক।

■ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বিষ্ণু	তুলসী পাতা নিষিদ্ধ
২. সরস্বতী	লাল ফুলের প্রয়োজন হয়
৩. গণেশ পূজায়	সফলতার দেবতা
৪. সরস্বতী দেবীর পূজায়	আমাদের প্রতিপালন করেন
৫. গণেশ	অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়
	বিদ্যাদান করেন

উত্তর :

১. বিষ্ণু **আমাদের প্রতিপালন করেন।**
২. সরস্বতী **বিদ্যাদান করেন।**
৩. গণেশ পূজায় **তুলসী পাতা নিষিদ্ধ।**
৪. সরস্বতী দেবীর পূজায় **লাল ফুলের প্রয়োজন হয়।**
৫. গণেশ **সফলতার দেবতা।**

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কোন দেবতা ধ্বংস করে ভারসাম্য রৰা করেন?**
ক ব্রহ্মা খ বিষ্ণু ● শিব ঘ গণেশ

২. **পূজার মাধ্যমে মানুষের মনে জাগ্রত হয়–**
i. ভ্রাতৃত্ববোধ ii. অন্তরের পবিত্রতা
iii. বিলাস জীবনযাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ষষ্ঠ শ্রেণির শিৰার্থী সৌরভ বিদ্যার্জন ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সকাল থেকে উপবাস করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দেবীকে প্রণতি জানায়।

৩. **সৌরভ কোন দেবীকে প্রণতি জানিয়েছে?**
ক লক্ষ্মী ● সরস্বতী গ দুর্গা ঘ মনসা

৪. **উক্ত পূজার শিৰা থেকে সৌরভ যে নৈতিক জ্ঞান অর্জন করবে তা হলো–**
ক সামাজিক সম্প্রীতি সামাজিক বন্ধনের পূর্বশর্ত
● বিদ্যার্জন ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ
গ সমৃদ্ধি অর্জনই উন্নতির সোপান
ঘ আসুরিক শক্তির বিনাশই শান্তি লাভের উপায়

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পূজার মৌলিক উপাদানগুলো কী?
উত্তর : পূজার মৌলিক উপাদানগুলো হলো : আবাহন, অর্ঘ প্রদান, ধ্যান, পূজা মন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনামন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পূজা ও পার্বণের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সাধারণ অর্থে পূজা বলতে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বোঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা সাকার উপাসনার পদ্ধতি। এৰেত্রে দেব–দেবীদের প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য তাঁদের সেবা, স্তুতি ও গুণকীর্তন করে প্রণাম করা হয়। নিবেদন করা হয় পুষ্প–পত্র, ধূপ–দীপ, জল, ফল ইত্যাদি নৈবেদ্য। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। একত্রে এ বিষয়গুলোকে পূজা বলে। পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান। পার্বণ বলতে আমরা বুঝি, যেসব পর্ব পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে। যেমন : প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন, বিচিত্রধর্মী খাওয়াদাওয়া এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান করা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সরস্বতী দেবীর পরিচয় দাও।
উত্তর : সরস্বতী দেবী বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দেবী। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী, বিরজা, সারদা, ব্রাহ্মী, শতরূ পা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। সরস্বতীর বর্ণ চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে আছে বীণা ও পুস্তক। রাজহংস তাঁর বাহন।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পূজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।
উত্তর : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। এই সমাজকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলে ধর্ম। আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে তাই পূজা–পার্বণ যথেষ্ট গুরবত্ব বহন করে।

সামাজিক গুরবত্ব : পূজা–পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর। প্রতিমা আনয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, মন্দিরে পূজার সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, নতুন পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর ফলে

আমাদের মনে শুভ্রতা সৃষ্টি হয় এবং ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের ভাব জাগ্রত হয়। সুতরাং সামাজিক উন্নয়নে পূজার গুরবত্ব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক গুরবত্ব : পূজা উপলৰে বিভিন্ন দেব–দেবীর প্রতিমা তৈরির কাজে অনেকে লিপ্ত থাকেন। এসকল প্রতিমা নির্মাণ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকে পূজায় যে সকল মৌলিক উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলোর ব্যবসা করেন। আবার পূজা উপলৰে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসে। এসব মেলায় রকমারি পণ্য বিক্রি হয়, যাত্রা পালার আয়োজন করা হয়। এ ব্যবসাগুলোর সাথে অনেকে জড়িত থাকেন। বড় বড় পূজা যেমন: দুর্গাপূজা উপলৰে মানুষ একে অন্যকে উপহার সামগ্রী আদানপ্রদান করে। এ সময় বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে।

তাই বলা যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পূজার গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ গণেশ পূজা থেকে আমরা কী শিৰা লাভ করে থাকি? এ শিৰার প্রয়োগ চিহ্নিত কর।

উত্তর : গণেশ সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। দেবতা হিসেবে গণেশ সর্বময় ৰমতার অধিকারী। তিনি সকল বাধা বিপত্তি দূর করে মানুষের সকল প্রচেষ্টায় সফলতা দান করেন। যেকোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে যদি গণেশ দেবতার পূজা করা হয় তাহলে সে কাজের সকল বাধা দূর হয়ে যায় এবং সে কাজ থেকে খুব সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

বিদ্যা লাভ, ব্যবসাসহ সকল কাজে সফলতা অর্জনের জন্য আমরা ভক্তিভরে গণেশ পূজা করি। গণেশ পূজার শিৰা হলো ভক্তিতে সাফল্য লাভ। এ ভক্তির মূলে রয়েছে শুদ্ধতা, একাগ্রতা, সংযম ও শৃঙ্খলা। তাই আমাদের জীবনের সাফল্য, পারদর্শিতা বা কৃতকর্মে প্রয়োজন শুদ্ধমনে মঙ্গল কামনা। কর্মে একাগ্রতা, ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা। যারা গণেশ দেবের এ শিৰা নিজ কর্মে প্রয়োগ করেন তারাই সাফল্য লাভ করেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সরস্বতী পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

উত্তর : সরস্বতী সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও বিদ্যার দেবী। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মনের অজ্ঞতা দূর করা এবং জ্ঞানের বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা করে। এর মধ্যদিয়ে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে পূজারিদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা ও মনোবল অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং তা একজন পূজারির নৈতিকতাকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন অর্জনের শক্তি যোগায়। স্কুল–কলেজের হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ দিনটি গভীর ভক্তিভরে উদ্‌যাপন করে থাকে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কাছে বিনীতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এবং প্রতিবছর নিজেকে পরিশ্রবত করে, জ্ঞান আহরণের মাত্রাকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তোলে।

সামাজিক প্রেৰাপটে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির পূজারিরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য একত্রিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, যা জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। আর এ সুসম্পর্ক সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ গণেশ দেব ও সরস্বতী দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি

দীপ্ত বিদ্যায় সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিবছর প্রতিমা নির্মাণ করে বিশেষ ঘটা করে বাড়িতে সরস্বতী পূজা করে। এ পূজায় বহুলোকের সমাগম ঘটে। আবার দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ের সাফল্য কামনা করে প্রতিদিন সকালে দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। তাছাড়া তিনি সকল বাধাবিঘ্ন দূর করার উদ্দেশ্যে বছরের নির্ধারিত দিনে বিশেষভাবে এ পূজা করে থাকেন। এ পূজাতেও সমাজের বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। দীপ্ত ও তার বাবা উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে ভক্তি সহকারে পূজা সম্পন্ন করে তৃপ্ত হয় এবং পূজা উপলৰে তাদের বাড়িটি একটি সামাজিক মিলন মেলায় পরিণত হয়।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী?
খ. আমরা পূজা করি কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. দীপ্তর বাবা কোন দেবতার পূজা করেন? উক্ত দেবতার পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর।
ঘ. দীপ্ত এবং তার বাবার নিবেদনকৃত দেব–দেবীর পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাবের তুলনা কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা।

খ দেব–দেবীর প্রশংসা করা বা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমরা পূজা করি। পূজা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করে, মনকে সুন্দর করে এবং অভীষ্ট দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত করে।

গ উদ্দীপকের দীপ্তর বাবা ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের জন্য গণেশ দেবের পূজা করেন।

হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নববর্ষে ব্যবসা–বাণিজ্যের সফলতার উদ্দেশ্যে সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করেন। দুর্গাপূজা ও বাসন্তীপূজার সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লপৰের চতুর্থ তিথিতে বিশেষভাবে গণেশ দেবের পূজা করা হয়। এ ছাড়া যেকোনো পূজা করার আগে গণেশ দেবের পূজা করার রীতি রয়েছে। পূজা যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। পূজা করার বিধিসমূহ অনুসরণ করতে হয়। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র নিষিদ্ধ।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ের সাফল্য কামনা করে প্রতিদিন সকালে দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। তাছাড়া সব বাধাবিঘ্ন দূর করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দিনে এ পূজা করেন। দীপ্তর বাবা যে পূজাটি করে থাকেন তা হলো গণেশ পূজা। আর গণেশ দেবের পূজা উপরিউক্ত নিয়মেই করতে হয়।

ঘ দীপ্ত সরস্বতী দেবীর আর দীপ্তর বাবা গণেশ দেবের পূজা করে। এ দুই পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাব অপরিসীম।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম সমাজকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে পূজা–পার্বণ যথেষ্ট গুরবত্ব বহন করে। পূজা–পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, দীপ্ত বিদ্যায় সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিবছর প্রতিমা নির্মাণ করে এবং ঘটা করে বাড়িতে সরস্বতী পূজা করে। এ পূজায় বহুলোকের সমাগম ঘটে। আবার দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ের সাফল্য কামনা করে প্রতিদিন সকালে দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন। তাছাড়া তিনি সকল বাধাবিঘ্ন দূর করার উদ্দেশ্যে বছরের নির্ধারিত দিনে বিশেষভাবে এ পূজা করে থাকেন। এ পূজাতেও সমাজের বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। দীপ্ত ও তার বাবা উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে ভক্তিসহকারে পূজা সম্পন্ন করে তৃপ্ত হয় এবং পূজা উপলৰে তাদের বাড়িটি একটি সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দীপ্ত এবং তার বাবার নিবেদনকৃত দেব–দেবী সরস্বতী ও গণেশ পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাবের গুরবত্ব অপরিসীম।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১, ২ ও ৩ : দেব-দেবীর ধারণা, পূজা-পার্বণের ধারণা এবং দেব-দেবীর পূজার গুরুত্ব ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৪, ৪৫ ও ৪৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ঈশ্বরের সাকার রূ প কোনটি? (জ্ঞান)
● দেব–দেবী ⓚ পৃথিবী ⓖ মানুষ ⓘ জল

২. দেব–দেবীরা কীসের অধিকারী? (জ্ঞান)
● ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ⓚ মানুষের বিশেষ গুণ
ⓖ ব্রাহ্মণের বিশেষ গুণ ⓘ জীবের বিশেষ গুণ

৩. কে আমাদের সৃষ্টি করেন? (জ্ঞান)
● ব্রহ্মা ⓚ বিষ্ণু ⓖ গণেশ ⓘ কার্তিক

৪. প্রতিপালনের দেবতা কে? [নওগাঁ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ শিব ⓚ রাম ⓖ কৃষ্ণ ● বিষ্ণু

৫. ধ্বংস করে ভারসাম্য করেন কে? (জ্ঞান)
● শিব ⓚ লক্ষ্মী ⓖ দুর্গা ⓘ গণেশ

৬. বিদ্যার দেবী কে? (জ্ঞান)
● সরস্বতী ⓚ গণেশ ⓖ লক্ষ্মী ⓘ দুর্গা

৭. পূজা শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ প্রার্থনা করা ⓚ আশীর্বাদ করা ● শ্রদ্ধা করা ⓘ কামনা করা

৮. আমরা কীভাবে দেব–দেবীকে শ্রদ্ধা জানাই? (অনুধাবন)
● পূজা করে ⓚ গান গেয়ে ⓖ গীতা পড়ে ⓘ রামায়ণ পড়ে

৯. পূজাকে পার্বণ বলে কেন? (অনুধাবন)
● পূজায় উৎসব করা হয় বলে ⓚ পূজায় ঢাক বাজানো হয় বলে
ⓖ পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় বলে ⓘ পূজায় বাঁশি বাজানো হয় বলে

১০. আমরা কেন বিভিন্ন দেব–দেবীর পূজা করি? (অনুধাবন)
● গুণ লাভের জন্য ⓚ অর্থ লাভের জন্য
ⓖ সুখ লাভের জন্য ⓘ সম্পদ লাভের জন্য

১১. পূজা করতে ফুল লাগে কেন? (অনুধাবন)
● এটি পূজার নিয়ম ⓚ এটি পবিত্র হওয়ায়
ⓖ এটির সুগন্ধ আছে তাই ⓘ এটি গাছে হয় তাই

১২. রিনি রায় একজন আরাধ্য দেবতার পূজা করে। সে মনে করে এ দেবতা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। রিনি রায়ের আরাধ্য দেবতার নাম কী? (প্রয়োগ)
ⓚ বিষ্ণু ● ব্রহ্মা ⓖ শিব ⓘ দুর্গা

১৩. গণেশ দেবের পূজার ফলে কান্তিদেব কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ স্বর্গ ⓚ নরক ⓖ পূর্ণজীবন ● সফলতা

১৪. ভৌমিক মন্দিরে পূজা করার জন্য প্রতিমা এবং পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে পূজা করে। এর ফলে তার মনে কী সৃষ্টি হয়? (উচ্চতর দৰতা)
● শুভ্রতা ⓚ কালিমা ⓖ পাপবোধ ⓘ অহংকার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. পূজা আত্মাকে– (অনুধাবন)
i. পবিত্র করে ii. ভক্তি জাগ্রত করে
iii. হিংসা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬. পূজার সাথে সম্পর্কিত– (অনুধাবন)
i. ধূপ ii. প্রসাদ
iii. পুষ্পাঞ্জলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দুলালের গ্রামে এবার দুর্গাপূজা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুলালের ওপর দায়িত্ব পড়ে দেবীর ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের আয়োজনসহ প্রসাদ বিতরণের।

১৭. দুলালের ওপর দায়িত্ব পড়া কাজগুলোকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ⓚ পূজা ● পার্বণ ⓖ নিত্যকর্ম ⓘ যজ্ঞকর্ম

১৮. দুলালের গ্রামবাসীর উক্ত পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ii. দেবীর সন্তুষ্টি কামনা
iii. নিজেদের মঙ্গল কামনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪, ৫ ও ৬ : গণেশদেব, সরস্বতী দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি এবং সরস্বতী দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৬ ও ৪৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯. সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা কে? [নোয়াখালী জিলাস্কুল]
● গণেশ ⓚ দুর্গা ⓖ কার্তিক ⓘ বিষ্ণু

২০. গজানন, হেরম্ব, বিনায়ক কোন দেবতার নাম? (জ্ঞান)
● গণেশ ⓚ দুর্গা ⓖ কার্তিক ⓘ শিব

২১. গণেশের শরীর কার মতো? (জ্ঞান)
ⓚ পশুর ● মানুষের ⓖ বৃক্ষের ⓘ পর্বতের

২২. হাতির মাথা কার ওপর বসান? (জ্ঞান)
● গণেশ ⓚ কার্তিক ⓖ শিব ⓘ বিষ্ণু

২৩. কার পূজায় তুলসীপত্র নিষিদ্ধ? (জ্ঞান)
● গণেশ ⓚ সরস্বতী ⓖ দুর্গা ⓘ কালী

২৪. যেকোনো কাজ শুরুর আগে কাকে স্মরণ করা হয়? (জ্ঞান)
● গণেশ ⓚ কালী ⓖ লক্ষ্মী ⓘ দুর্গা

২৫. গণেশ দেবের পূজা দেওয়া হয় কোন মাসে? (জ্ঞান)
● ভাদ্র ⓚ বৈশাখ ⓖ জৈষ্ঠ্য ⓘ আষাঢ়

২৬. কোন তিথীতে গণেশ দেবের পূজা দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
● শুক্লপক্ষের চতুর্থী ⓚ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া
ⓖ শুক্লপক্ষের দ্বাদশী ⓘ শুক্লপক্ষের পঞ্চমী

২৭. গণেশ দেবের পূজা করা হয় কেন? (অনুধাবন)
● সিদ্ধি লাভের জন্য ⓚ জ্ঞান লাভের জন্য
ⓖ বিঘ্ন দূর করার জন্য ⓘ গুণ লাভের জন্য

২৮. গণেশকে গজানন বলা হয় কেন? [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ লম্বা উদর হওয়ায় ● হাতির মাথার মতো মাথা হওয়ায়
ⓖ বাহন ইঁদুর হওয়ায় ⓘ সফলতার দেবতা হওয়ায়

২৯. সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ সম্পদ লাভের জন্য ⓚ সিদ্ধি লাভের জন্য
● বিদ্যা লাভের জন্য ⓘ শক্তি লাভের জন্য

৩০. পশারির পড়ালেখা মনে থাকে না। ধর্মগুরব তাকে একজন দেবীর পূজা করার পরামর্শ দেয়। ধর্মগুরব কোন দেবীর পূজা করার পরামর্শ দিয়েছেন? (প্রয়োগ)
ⓚ গণেশ ⓚ দুর্গা ● সরস্বতী ⓘ শিব

৩১. দ্বারকানাথ সরস্বতী পূজার সময় এলাকার সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় ও সবার সাথে কুশল বিনিময় করে। তার এ কাজটিকে কী বলে? (প্রয়োগ)
ⓚ পূজা ⓚ ভাব বিনিময় ● পার্বণ ⓘ অঞ্জলি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. সরস্বতীকে যে নামে ডাকা হয়– (অনুধাবন)
i. বাগ্‌দেবী ii. বিরজা
iii. মহাশ্বেতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩. গণেশ যে নামে পরিচিত– (অনুধাবন)
i. গজানন ii. হেরম্ব
iii. শতরূ পা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে একজন দেবীর পূজা করা হয়। এ দেবী শুভ্র

বসন পরিহিতা। সাদা পদ্মফুল তাঁর আসন।

৩৪. উদ্দীপকের দেবীর নাম কী? (প্রয়োগ)

● সরস্বতী ⓖ লক্ষ্মী ⓖ দুর্গা ⓘ কালী

৩৫. এ দেবীর পূজা করার ফলে— (উচ্চতর দৰতা)

i. বিদ্যা লাভ হয় ii. অজ্ঞতা দূর হয়

iii. সিদ্ধি লাভ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ পূজা–পার্বনের ধারণা ও দেব–দেবীর পূজার গুরবত্ব

পরেশ একদিন কান্তজি মন্দিরে গিয়ে দেখে মন্দিরের পুরোহিতগণ পূজায় ব্যস্ত। তারা ঢাক–ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খধ্বনি, ইত্যাদি বাজাচ্ছে। সে আরও দেখে বিচিত্রধর্মী খাওয়াদাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের হরেক অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। তার ধারণা পূজার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যাবে।

ক. সরস্বতী দেবীর বাহন কী? ১

খ. দেব–দেবী বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের পরেশের দেখা অনুষ্ঠানগুলোর নাম কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর পরেশ পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে? মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরস্বতী দেবীর বাহন রাজহংস।

খ ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাঁদের দেব–দেবী বলে। দেব–দেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূ প। যেমন : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি। এরা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণের অধিকারী। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু প্রতিপালন করেন এবং শিব ধ্বংস করে ভারসাম্য রৰা করেন। আবার সরস্বতী বিদ্যার দেবী, গণেশ সফলতার দেবতা। এরকম অনেক দেব–দেবী রয়েছেন।

গ উদ্দীপকের পরেশের দেখা অনুষ্ঠানগুলোর নাম পার্বণ।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। পার্বণ বলতে আমরা সেসব পর্বগুলোকে বুঝি যেগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা, গভীর শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। পূজা অনুষ্ঠানে এ সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা নির্মাণ; দেবতার ঘর সাজানো; বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন; বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি; ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময়; কিছুটা বিচিত্রধর্মী খাওয়াদাওয়া; বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন; পরিচ্ছন্ন পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, পরেশ কান্তজি মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতগণকে ঢাক–ঢোল, ঘণ্টা, তবলা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি বাঁজিয়ে পূজা করতে দেখে। সে আরও দেখে বিচিত্রধর্মী খাওয়া–দাওয়াসহ আরও অনুষ্ঠান। উদ্দীপকের পরেশের দেখা এই অনুষ্ঠানগুলোর নাম পার্বণ।

ঘ পরেশ পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

পূজা বলতে সাধারণত প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বোঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা হচ্ছে উপাসনার পদ্ধতি। প্রশংসা বা শ্রদ্ধা নিবেদনে পুষ্প, ধূপ, দীপ ইত্যাদি নৈবেদ্য দিয়ে দেব–দেবীর স্তুতি ও গুণকীর্তন করাই পূজা। পূজায় আরাধ্য যে দেব–দেবী তাঁরা ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণ বা শক্তি। অর্থাৎ দেব–দেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূ প। তাই দেবদেবীর পূজা ঈশ্বরেরই পূজা।

পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবল হয়। উদ্দীপকের পরেশ কান্তজি মন্দিরে পুরোহিতদের পূজা দেখে তার মধ্যেও পূজা করার বাসনা জাগে। সে এ পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়।

আমার মতে পরেশ যদি সঠিকভাবে পূজা করে তাহলে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন– ২ সরস্বতী দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি ও সরস্বতী দেবীর পূজার শিৰা ও প্রভাব

পরম দাস খুব সকালে প্রচণ্ড শীতকে উপেৰা করে স্নান সেরে বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে তার সহপাঠীসহ বিদ্যালয়ের প্রায় সকল হিন্দু ছাত্রছাত্রী পূজামণ্ডপের সামনে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য অপেৰা করছে।

ক. দেবতা শিবের কাজ কী? ১

খ. পূজা উৎসব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের পরম দাস কোন দেবীর পূজায় অংশগ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পূজার মাধ্যমে ঐ শিৰাপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণরত সকল শিৰার্থীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ উন্মোচিত হবে– পূজার শিৰার আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবতা শিবের কাজ হলো ধ্বংস করে ভারসাম্য রৰা করা।

খ পূজা উৎসব বলতে আমরা সেসব পর্বগুলোকে বুঝি যেগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা, গভীর শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এমন উৎসবের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা বিসর্জন, মণ্ডপ তৈরি, নতুন পোশাক পরিধান, কুশল বিনিময় প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকের পরম দাস সরস্বতী দেবীর পূজায় অংশগ্রহণ করেছে।

সরস্বতী দেবী বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দেবী। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী, বিরজা, সারদা, ব্রাহ্মী, শতরূ পা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। সরস্বতীর বর্ণ চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে আছে বীণা ও পুস্তক। রাজহাঁস তার বাহন। স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন শিৰাপ্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সাকাররূ পে প্রতিমার মাধ্যমে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এ পূজা করা হয়।

উদ্দীপকের পরমদাস বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজায় অংশগ্রহণ করেছে। এই পূজার মাধ্যমে মনের অজ্ঞতা দূর হয়। জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। তাই ছাত্র হিসেবে পরম দাস এ পূজায় অংশ নেয়।

ঘ 'সরস্বতী পূজার মাধ্যমে ঐ শিৰাপ্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণরত সকল শিৰার্থীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ উন্মোচিত হবে'–উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পূজায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। আর এ সুসম্পর্কই শিৰার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ উন্মোচিত করতে সাহায্য করে। সামাজিক প্রেৰাপটে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণির পূজারি বিভিন্ন পূজামণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য একত্রিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, যা জ্ঞানের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, পরমদাসের বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ দিনটি গভীর ভক্তিভরে উদ্‌যাপন করে থাকে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কাছে বিনীতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে পূজারিদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা ও মনোবল এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, সরস্বতী পূজার মাধ্যমে ঐ শিৰা প্রতিষ্ঠানের পূজায় অংশগ্রহণরত সব শিৰার্থীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ উন্মোচিত হবে।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ গণেশ দেবের পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি ও গণেশ দেবের পূজার শিৰা ও প্রভাব

অরিন্দম একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু। তাই কোনো একটি কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তিনি দেবতার পূজা করেন। তিনি বিশেষত নববর্ষে এবং ব্যবসা–বাণিজ্যের ৰেত্রে নির্দিষ্ট দেবতার পূজা অবশ্যই করেন। তার এ পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সকল কাজের বাধাসমূহ দূর করে সফলতা লাভ করা।

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়; উত্তরা হাই স্কুল, ঢাকা]

ক. সরস্বতীর বাহন কী? ১

খ. সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্রটি লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে দেবতার পূজার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবই অনুসারে তার পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দেবতা সকল বাধাবিপত্তি দূর করে মানুষের সকল প্রচেষ্টায় সফলতা দান করেন– তুমি কি এ মতকে সমর্থন কর? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরস্বতীর বাহন রাজহংস।

খ সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূ পে বিশালাৰি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।

গ উদ্দীপকে গণেশ দেবতার পূজার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাকার বা নিরাকার রূ পে গণেশ পূজা করা যায়। পঞ্চোপাচার ও ষোড়শোপাচারের উপকরণ দিয়ে গণেশের পূজা করা হয়। আচমন থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদেবতার ধ্যান করতে হয়। পঞ্চদেবতার পূজা শেষে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে গণেশের পূজা করতে হয়। পূজার মৌলিক উপাদান হিসেবে পূজামন্ত্র পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রণামমন্ত্র ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ অনুসরণ করতে হয় এবং সর্বশেষে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজার আনুষঙ্গিক কার্যাদি যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজা করার ষোলটি বিধি অনুসরণ করতে হয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি গণেশ পূজা সকল বাধাবিপত্তি দূর করে কাজে সফলতা দান করে।

উদ্দীপকে দেবতা গণেশ ও তাঁর পূজার কথা উলেরখ করা হয়েছে। দেবতা গণেশের পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজে বাধাবিপত্তি দূর করে সফল হওয়া। দেবতা গণেশ কর্মে সিদ্ধিদাতা। সকল কাজের বাধা দূর করে কাজে সফলতা দান করার জন্য তাঁর পূজা করা হয়। সকল কাজে সফলতা লাভ করার জন্য দেবতা গণেশের আশীর্বাদ প্রয়োজন। তাই দেবতা গণেশের পূজা করা হয়।

আমরা বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে যে সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হই তা গণেশ দেবতা দূর করে দিতে পারেন। তাই যেকোনো কাজ আরম্ভ করার সময় দেবতা গণেশকে স্মরণ করা এবং তাঁর পূজা করা উচিত।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ পূর্জা–পার্বণের ধারণা ও দেব–দেবীর পূজা

কয়েকদিন ধরে রীতাদের স্কুলে উৎসবের মহা–আয়োজন চলছে। আমাদের দেশে প্রতিটি বিদ্যালয়ে হিন্দু শিৰার্থীদের সরস্বতী পূজা করতে দেখা যায়, আবার হিন্দু ব্যবসায়ীরা গণেশ দেবের পূজা করেন। এ পূজার প্রচলন বৈদিক যুগ থেকে চলে এসেছে। পূজার মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

ক. 'পার্বণ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. পূজা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রীতাদের স্কুলে সরস্বতী পূজা পালনের বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পূজার মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে– তুমি কি বিষয়টির সাথে একমত? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পার্বণ শব্দের অর্থ পর্ব বা উৎসব।

খ পূজার সাধারণ অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজার অর্থ হলো পুষ্পপত্র, ধুপ–দীপ, জল, ফল ইত্যাদি নৈবেদ্য নিবেদন করে দেব–দেবীর প্রশংসা বা শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে স্তুতি, সেবা ও গুণকীর্তন করে প্রণাম করা।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ সরস্বতী পূজা কীভাবে করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ পূজার মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে– বক্তব্যটি বিশেরষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ দেব–দেবীরা কীসের অধিকারী?
উত্তর : দেব–দেবীরা ঈশ্বরের বিশেষ গুণের অধিকারী।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কোন পূজা করলে বিদ্যা অর্জনে মনোবল বৃদ্ধি পায়?
উত্তর : সরস্বতী পূজা করলে বিদ্যা অর্জনে মনোবল বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কে আমাদের সৃষ্টি করেন?
উত্তর : ব্রহ্মা আমাদের সৃষ্টি করেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বিশেষ অর্থে পূজা কী?
উত্তর : বিশেষ অর্থে পূজা হলো, ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূ পকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে শ্রদ্ধা বা প্রশংসা নিবেদন করা।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মাঙ্গালিক কাজ কী?
উত্তর : যে কাজ মানুষের কোনো ৰতি না করে মঙ্গল সাধন করে তাকে মাঙ্গালিক কাজ বলে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ পূজা–পার্বণ কী?
উত্তর : যে উৎসবগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, সেসব অনুষ্ঠানই পূজা–পার্বণ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ দেবী সরস্বতী কীসের বার্তা বয়ে আনেন?
উত্তর : দেবী সরস্বতী বসন্তের আগমনী বার্তা বয়ে আনেন।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ যেকোনো পূজার শুরবতে গণেশ দেবের পূজা করা হয় কেন?
উত্তর : যেকোনো পূজার শুরবতে সফলতা কামনায় গণেশ দেবের পূজা করা হয়। গণেশ দেবকে সিদ্ধিদাতা বলা হয। সিদ্ধি শব্দটির অর্থ সাফল্য, পারদর্শিতা বা কৃতকার্যতা। আর সিদ্ধিদাতা শব্দটির অর্থ সফলতাদায়ক। গণেশ দেব সফলতার দেবতা। যেকোনো কর্মে সফলতা অর্জনের প্রত্যাশায় গণেশ দেবের পূজা করা হয়। তাই যেকোনো পূজার শুরবতে এর সফলতা কামনায় গণেশ দেবের পূজা করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পূজার আচরণগত দিক বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : পূজার আচরণগত দিক বলতে পূজা করার নিয়মনীতি বা রীতিনীতিকে বোঝায়। পূজা কীভাবে করতে হবে, কীভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে ইত্যাদি বিষয় পূজার আচরণগত দিকের সাথে সংশিরষ্ট।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ গণেশের বর্ণনা দাও।
উত্তর : গণেশদেব হলো সফলতার দেবতা। গণেশের শরীর মানুষের মতো। তাঁর ওপর গজ বা হাতির মাথা বসানো। তাঁর চার হাত, তিন চোখ। লম্বা তাঁর উদর, স্থূল বা মোটা তাঁর শরীর। গণেশের বাহন ইঁদুর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

শিৰার্থীরা যা জানবে–

- ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে
- উপাখ্যানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে
- নৈতিক শিক্ষায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে
- সত্যবাদিতা, জীবসেবা, ক্ষমা সম্পর্কে
- বাস্তব জীবনে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

বিষয়–সংৰেপ

'নীতি' শব্দ থেকে 'নৈতিক' শব্দের উৎপত্তি। যে শিৰা দ্বারা মানুষের মনে নীতিবোধ জন্মে, কিছু আচার ও নিয়মকানুন আয়ত্ত হয়, তাকে নৈতিক শিৰা বলে। নৈতিকতা মানুষের অমূল্য সম্পদ। একজন নীতিবান মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি ঈশ্বরের কাছে সমাদৃত। এছাড়াও নৈতিকতা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নৈতিক শিক্ষা। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. সত্যবাদিতা —— চরিত্রের একটি মহৎ গুণ।

২. প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক —— ছিলেন।

৩. ৰমা দ্বারা অপরাধীর মনে —— হয়।

৪. শ্রীগৌর সুন্দরই —— মহাপ্রভু।

৫. নিত্যানন্দ —— আলিঙ্গান করলেন।

উত্তর : ১. মানব; ২. ঋষি; ৩. অনুশোচনা; ৪. শ্রীচৈতন্য; ৫. মাধাইকে।

■ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি	প্রকাশিত
২. মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য	তারা অধৈর্য হতে পারে
৩. শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন	না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে ৰমা বলে
৪. সত্য সর্বদা	নৈতিক শিৰার ভূমিকা খুবই গুরবত্বপূর্ণ
৫. ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন	'কৃষ্ণ নাম কর'
	'হরিবোল'! 'হরিবোল'

উত্তর :

১. অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি **না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে ৰমা বলে।**

২. মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য **নৈতিক শিৰার ভূমিকা খুবই গুরবত্বপূর্ণ।**

৩. শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন **'কৃষ্ণ নাম কর'।**

৪. সত্য সর্বদা **প্রকাশিত।**

৫. ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন **'হরিবোল'! হরিবোল'**

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **সত্যকামের মায়ের নাম কী?**

ⓐ সুমিত্রা ⓑ রাজকুমারী ⓒ চন্দ্রমণি ● জবালা

২. **সত্যবাদিতা বলতে বোঝায় –**

i. সদাচরণ করা ii. কোনো কিছু গোপন করা

iii. অকপটে সবকথা খুলে বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ⓑ i ও ii ⓒ ii ও iii ● i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রাপ্তি অবসর পেলেই ফুল বাগানে গিয়ে গাছের পরিচর্যা করে। কিন্তু সে লৰ করল কে যেন তার গাছের ফুল ছিঁড়ে ফেলে রাখে। একদিন সে বারান্দায় বসে আছে। এমন সময় এক ছোট্ট বালক এসে তার বাগানের সামনে দাঁড়াল। দেখা মাত্রই প্রাপ্তি তাকে ধমকের স্বরে বলল, তুমি আমার গাছের ফুল ছিঁড়? উত্তরে সে নির্ভয়ে সরলভাবে বলল, হ্যাঁ, আমি প্রতিদিন তোমার গাছের ফুল ছিঁড়ি। ছোট্ট বালকের মুখে এমন কথা শুনে প্রাপ্তি বিস্মিত হয়ে যায়।

৩. **ছোট্ট বালকের আচরণের মধ্যে নৈতিক শিৰার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?**

● সত্যবাদিতা ⓑ ক্ষমা ⓒ জীবসেবা ⓓ কর্তব্যনিষ্ঠা

৪. **ছোট্ট বালকের আচরণের সাথে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?**

ⓐ আরবণির ● সত্যকামের ⓒ ধ্রুবের ⓓ প্রহ্লাদের

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ নৈতিক শিৰা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : 'নীতি' শব্দ থেকে 'নৈতিক' শব্দের উৎপত্তি। যে শিৰা দ্বারা মানুষের মনে নীতিবোধ জন্মে, কিছু আচার ও নিয়মকানুন আয়ত্ত হয়, তাকে নৈতিক শিৰা বলা হয়। নৈতিক শিৰা' ধর্মের অঙ্গ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিক শিৰার ভূমিকা খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরবত্বপূর্ণ। মা–বাবা পরিবারের প্রধান, তাদেরকেই এ বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হয়। মা–বাবাকে পরিবারের সকল কাজকর্মে সত্যকথা বলার অভ্যাস করতে হবে। পরিবারে সত্যকথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি হলেই সন্তানের আচরণে তা প্রতিভাত হবে। সন্তান কোনো কাজে কোনো কারণে সত্য বলা হতে বিরত থাকলে মা–বাবা এ ৰেত্রে তার ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়ে সত্য বলতে উৎসাহিত করবেন। এ ৰেত্রে মা–বাবাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে এবং তাদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ধর্মের বাহ্য লৰণগুলো লেখ।

উত্তর : ধৃতি–ৰমা–দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলৰণম্।

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ৰমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ– এই দশটি ধর্মের স্বরূ প বা বাহ্য লৰণ।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সত্যবাদিতা সম্পর্কিত উপাখ্যানের শিৰার গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সত্যবাদিতা ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর করে। সত্যবাদীকে সকলে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। সত্যবাদী সকলের আস্থার পাত্র। সত্যবাদীর সাহস সর্বদাই অধিক। এই সাহসের মূলে রয়েছে ব্যক্তির সৎ চিন্তা এবং পরিপূর্ণ বিবেকবোধ। আমাদের পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের সকলের সত্য বলার অভ্যাস গঠন করা উচিত। সত্যবাদীকে সকলে বিশ্বাস করে। সত্যবাদী সমাজের আদর্শ। সত্যবাদী ব্যক্তির আদর্শ অনেকেই অনুসরণ করে। সমাজের বিভিন্ন বিরোধ, দ্বন্দ্বসহ নানা সমস্যা সমাধানে এ সকল সত্যবাদী ব্যক্তিই এগিয়ে আসে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ৰমার আদর্শ স্বরূ প শ্রীনিত্যানন্দের মহত্ত্বের পরিচয় দাও।

উত্তর : নবদ্বীপের জগাই–মাধাই নামের মদ্যপ দুই ভাই সারারাত মদ খেয়ে দিনে ঘুমাচ্ছিল। সে সময় নিত্যানন্দ তাদের বাড়ির কাছে গিয়ে কীর্তন শুরব করলে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। নিত্যানন্দের মুখে হরিনাম শুনে দুই ভাই ভীষণ ৰেপে কলসির কানা দিয়ে নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করে। এতে নিত্যানন্দের কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এ সংবাদ শোনামাত্র গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিষ্যসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে জগাই–মাধাইয়ের ওপর ৰিপ্ত হয়ে বললেন, তাদের কখনো ৰমা করা হবে না। তখন নিত্যানন্দ গদগদ কণ্ঠে মহাপ্রভুকে বললেন, 'আমি জানি তুমি এ দুটি জীবকে উদ্ধার করবে। তবু আমার গৌরব বাড়ানোর জন্যই আমার অনুমতির কথা বলছ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি মাধাইকে ৰমা করলাম।' এই বলে নিত্যানন্দ মাধাইকে আলিঙ্গান করলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন জগাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গান করলেন। ভক্তগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হরিবোল, 'হরিবোল'।

এ ঘটনার পর জগাই–মাধাই হয়ে গেল নতুন মানুষ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলতে তাদের নয়নে অশ্রু ঝরে। এমনকি বড় সাধক হয়ে গেল জগাই–মাধাই। শ্রীনিত্যানন্দের এ ৰমাই মহাপাপী জগাই–মাধাইকে সাধকে পরিণত করেছিল। এটাই ৰমার আদর্শ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ৰমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। মানুষ সামাজিক জীব, সামাজিকতার পরিমন্ডলে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তির মুখোমুখি হয়। আর এ ভুলের মাধ্যমে মানুষ শেখে। সামাজিকতা রপ্ত করার জন্য পরিবার হলো প্রধান বাহন। পরিবার পারে একটি মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরি করে দিতে। সন্তান যদি ভুল করে, তাকে আদর করে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। বরং পরিমার্জিত ভাষায় ভুল শুধরে দেওয়া পরিবারের কর্তব্য। ক্ষমার এ মহৎ গুণটা সন্তান একমাত্র পরিবার থেকেই ভালো শিখতে পারে। প্রতিটি শিশুর জীবনে ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবার এক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, নৈতিকতার শিৰাগুলো মানুষ পরিবার থেকেই লাভ করে থাকে তাই ৰমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্য কথা বলার গুরবত্ব

সুরেশ তার প্রতিবেশী দ্বিজেন বাবুর জমি দখল করে নেয়। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে সুরেশ জটিল রোগে আক্রান্ত হলে দ্বিজেন বাবু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এ ঘটনায় সুরেশের মনে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় এবং সে দ্বিজেন বাবুর কাছে ৰমা প্রার্থনা করে। দ্বিজেন বাবু সুরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করে দেন।

ক. ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি?

খ. অপরাধীকে ক্ষমা করা হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. দ্বিজেন বাবুর ৰমার মধ্যে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কার নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সুরেশের অনুশোচনা যেন মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুরূ প'– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মের বাহ্য লৰণ দশটি।

খ আত্মশুদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য অপরাধীকে ৰমা করা হয়।

'ক্ষমা' দ্বারা অপরাধীর মনে অনুশোচনা হয়। এতে তার আত্মশুদ্ধির সুযোগ ঘটে। ফলে ভবিষ্যতে অন্যায়কারী বা অপরাধী অন্যায়–অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ তার বিবেক এসব খারাপ কাজ করা থেকে তখন তাকে নিবৃত্ত করে আর এজন্যই অপরাধীকে ৰমা করা হয়।

গ উদ্দীপকে দ্বিজেন বাবুর ৰমার মধ্যে আমার পঠিত উপাখ্যানের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ৰমা করার নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে।

প্রায় পাঁচশত বছর আগে নবদ্বীপে বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সমাজকে এগুলো থেকে রৰায় শ্রীচৈতন্যের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ ধর্ম প্রচারে নামলেন। পথে জগাই ও মাধাই নামের দুই অত্যাচারী ব্রাহ্মণকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে ব্রতি হন তিনি। নিত্যানন্দের মুখে হরিনাম শুনে মাধাই ৰিপ্ত হয়ে তাঁর মাথায় কলসির কানা দিয়ে আঘাত করে। অথচ এতে শ্রীনিত্যানন্দ ক্রোধ দেখালেন না, বরং তাকে ৰমা করে দেন।

শ্রীনিত্যানন্দের এ ৰমার আদর্শ ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের দ্বিজেন বাবুর ৰমার মধ্যে। দ্বিজেন বাবু আর তার প্রতিবেশী সুরেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একবার সুরেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দ্বিজেন বাবু পূর্বের সবকিছু ভুলে সুরেশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং তাকে ৰমা করে দেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের দ্বিজেন বাবু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ৰমা করার নৈতিক আদর্শকে ধারণ করেছেন।

ঘ সুরেশের অনুশোচনা মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুরূ প–এ বক্তব্যটিকে আমি সমর্থন করি।

জগাই–মাধাই দুই ভাই ভীষণ পাপী ছিলেন। মদ্যপ অবস্থায় মানুষের প্রতি অত্যাচার করাই ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ। শ্রী নিত্যানন্দ জগাই–মাধাই এর এ অবস্থা দেখে কাতর হয়ে তাদের হরিনাম শুনিয়ে ভালো পথে আনার চেষ্টা করলেন। এতে মাধাই ৰিপ্ত হয়ে কলসির কানা দিয়ে আঘাত করে নিত্যানন্দের কপাল কেটে দেন। খবর পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিষ্যসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জগাই–মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। জগাই–মাধাই ৰমা চাইলে তিনি মাধাইকে ৰমা করবেন না বলে ঘোষণা দিলেন। কারণ মাধাই নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। কিন্তু নিত্যানন্দ নিজে মাধাইকে ৰমা করে দিয়ে তাকে আলিঙ্গান করলেন।

ৰমার এই মহান দৃষ্টান্ত থেকে শিৰা নিয়ে মাধাই প্রচন্ড অনুতপ্ত হলো এবং পরবর্তীতে সে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে বড় সাধকে পরিণত হলো। অত্যাচারী মাধাই যেমন একটি ঘটনায় শিৰা লাভ করে নিজে অনুতপ্ত বোধ করেছিল তেমনি সুরেশও দ্বিজেনবাবুর ৰমাশীল আচরণে নিজের কৃতকর্মের ভুল বোঝার সুযোগ পেয়েছিল। তাই উলিৱখিত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, সুরেশের মনে সৃষ্ট অনুশোচনা মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুরূ প ঘটনা।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ ও ২ : সত্যবাদিতা ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সত্যকাম কী ছিলেন? [নোয়াখালী জিলা স্কুল]
ক কাশ্যপ খ চণ্ডাল গ ব্রাহ্মণ ● গোত্রহীন

২. নৈতিক শিক্ষা কীভাবে লাভ করা যায়? (অনুধাবন)
● ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে খ পূজা করে গ উপবাস করে ঘ ধ্যান করে

৩. সত্যবাদিতা সম্পর্কে উপাখ্যানটি কার? (অনুধাবন)
ক লক্ষ্মণের খ রামের ● সত্যকামের ঘ ভরতের

৪. উপাখ্যানের উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
● শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা খ শিক্ষাকে কঠিন করে তোলা
গ পূজার শিৰা দেওয়া ঘ ধ্যানের শিৰা দেওয়া

৫. গোপন না করে অকপটে সব কিছু প্রকাশ করার নাম কী? (জ্ঞান)
ক মিথ্যা ● সত্যবাদিতা গ দুর্নীতি ঘ আরাধনা

৬. মানব চরিত্রের মহৎ গুণ কোনটি? (অনুধাবন)
ক মিথ্যা খ ঘুষ নেওয়া গ মদ খাওয়া ● সত্যবাদিতা

৭. গৌতম ঋষি সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাতে রাজি হলেন কেন? (অনুধাবন)
ক গোত্রের নাম বলতে পারেনি বলে খ গোত্রের নাম বলা জরুরি নয় বলে
● সত্য কথা বলেছে বলে ঘ ব্রাহ্মণ গোত্রের নয় বলে

৮. সত্যবাদিতাকে ধর্মের অঙ্গ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
● সত্য পাপ থেকে দূরে রাখে খ সত্য জীবনকে ধ্বংস করে
গ সত্য বলা মহাপাপ ঘ সত্যবাদী নরকে যাবে

৯. নৈতিকতা শিৰা করা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ● মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য
গ নিয়মকানুন শিৰার জন্য ঘ আচার-আচরণ শিৰার জন্য

১০. ঋষি সত্যকামকে বুকে টেনে নিলেন কেন? (অনুধাবন)
● সত্যবাদিতার জন্য খ সরলতার জন্য
গ ধর্মের জন্য ঘ শিৰাদানের জন্য

১১. মহাপুরুষরা সত্য বলতেন কেন? (অনুধাবন)
ক মৃত্যুর ভয়ে ● সত্য জীবনের ব্রত বলে
গ সুনামের জন্য ঘ দীর্ঘজীবনের জন্য

১২. শিশির জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অকপটে সবকিছু প্রকাশ করেছিল। তার মধ্যে কোন গুণটির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
● সত্যবাদিতা খ দৃঢ়তা গ ন্যায়পরায়ণতা ঘ দয়া

১৩. বলরভ বাজারে যাওয়ার সময় টাকার একটি ব্যাগ কুড়িয়ে পায়। প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান করে সে ব্যাগটি তাকে ফেরত দেয়। এতে তার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ন্যায়পরায়ণতা ● সততা গ নিয়মানুবর্তিতা ঘ দয়া

১৪. সত্যবাদিতা কাজের পরিণতি কীরূ প? (উচ্চতর দৰতা)
● স্বর্গ খ সম্পদ গ প্রতিপত্তি ঘ প্রশংসা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. নিচের যে বাক্যটি সঠিক– (অনুধাবন)
i. সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে
ii. সত্যবাদীকে সবাই শ্রদ্ধা করে
iii. সত্যবাদিকে সবাই দয়া করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. নৈতিক মূল্যবোধের অংশ হলো– (অনুধাবন)
i. সত্যবাদিতা ii. ক্ষমা iii. জীবসেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. ঋষি গৌতম বালককে জিজ্ঞাসা করলেন–
i. এখানে কী চাও?
ii. তোমার গোত্র কী?
iii. এখানে কী জন্য এসেছ?
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুধির দাসের কাপড়ের দোকানে পরেশ সহযোগী হিসেবে চাকরি করে। একদিন পরেশ মালিকের অজান্তে কিছু টাকা নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে লাগায়। কিছু দিন পর সুধির দাসের হিসেবের মিল না পেয়ে পরেশকে জিজ্ঞেস করলে পরেশ টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে। ফলে সুধির দাস তাকে ৰমা করে দেন।

১৮. পরেশ টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে কোন নৈতিক গুণটির পরিচয় দিয়েছেন? (প্রয়োগ)
● সত্যবাদিতা খ ৰমাশীলতা গ কর্তব্যনিষ্ঠা ঘ জীবসেবা

১৯. সুধির দাস ৰমা করার ফলে পরেশের– (উচ্চতর দৰতা)
i. আত্মশুদ্ধির সুযোগ ঘটবে ii. অনুশোচনা জাগ্রত হবে
iii. বিবেক জাগ্রত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ ও ৪ : পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্য কথা বলার গুরুত্ব এবং সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা
➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. সত্য ব্যক্তি জীবনকে কী করে? (জ্ঞান)
● সুন্দর খ কলুষিত গ পাপময় ঘ অসুন্দর

২১. সত্যবাদীকে সবাই কী করে? (জ্ঞান)
ক অপমান করে ● ভালোবাসে গ দয়া করে ঘ টাকা দেয়

২২. পরিবারে সত্য বলা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
ক উন্নতির জন্য খ বিদেশ গমনের জন্য
গ উচ্চশিৰার জন্য ● একে অন্যকে বোঝার জন্য

২৩. মিঠু বিদ্যালয়ে গিয়ে একজন ছাত্রের খাতা ছিড়ে ফেলে। শিৰক তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে অকপটে অপরাধ স্বীকার করে। তার আচরণে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
● সত্যবাদিতা খ ভীরুতা গ পাপবোধ ঘ অপরাধবোধ

২৪. মিতা তার বান্ধবীর বই ছিড়ে ফেলে। শিৰক জিজ্ঞাসা করলে সে তার অপরাধ অকপটে স্বীকার করে এতে বিদ্যালয়ে কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক শিৰক খুশি হবেন ● পরিবেশ ভালো থাকবে
গ শিৰক রাগান্বিত হবেন ঘ পিতা-মাতা খুশি হবেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫. সমাজে সত্যবাদীকে সবাই– (অনুধাবন)
i. বিশ্বাস করে ii. ভালোবাসে iii. ঘৃণা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রতন ও রিপন দুই ভাই। রতন সব সময় তার দোষ স্বীকার করে। কিন্তু রিপন সহপাঠীদের খাতা চুরি করেও স্বীকার করে না।

২৬. রতনের আচরণে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
● সত্যবাদিতা খ কৃপণতা গ ভীরুতা ঘ সাহসিকতা

২৭. রিপনের এরূ প আচরণের ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ– (উচ্চতর দৰতা)
i. নষ্ট হবে ii. অনুন্নত iii. ভালো হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৫, ৬ ও ৭ : ক্ষমা, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে ক্ষমার গুরুত্ব এবং ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা
➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৫ ও ৫৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. ধর্মের স্বরূ প বা বাহ্য লৰণ কয়টি? (জ্ঞান)
● ১০ খ ২০ গ ৩০ ঘ ৪০

২৯. ক্ষমা ধর্মের কততম স্বরূ প? (জ্ঞান)
● ২য় খ ৩য় গ ৪র্থ ঘ ৫ম

৩০. অপরাধীকে শাস্তি না দেওয়াকে কী বলে? (জ্ঞান)
● ক্ষমা খ দয়া গ সহিষ্ণুতা ঘ সত্যবাদিতা

৩১. শত্রুকে শত্রুতা থেকে নিবৃত্ত করা কী দ্বারা সম্ভব? (জ্ঞান)
ক জ্ঞান খ সংযম ● ক্ষমা ঘ দয়া

৩২. সমাজ থেকে কীভাবে অশান্তি দূর করা সম্ভব? (জ্ঞান)
ক জ্ঞান দিয়ে খ সংযম করে ● ক্ষমা করে ঘ দয়া করে

৩৩. পৃথিবীর মহাপুরুষরা কোন গুণে বিশ্বাসী ছিলেন? (জ্ঞান)
● ক্ষমা খ ক্ষোভ গ রাগ ঘ হিংসা

৩৪. শ্রীগৌরাঙ্গের অপর নাম কী? (জ্ঞান)
● শ্রীচৈতন্য খ গৌতম গ জবাল ঘ সত্যকাম

৩৫. শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর কে ছিলেন? [উত্তরা হাই স্কুল, ঢাকা]
ক গৌতম খ সত্যকাম ● শ্রীনিত্যানন্দ ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ

৩৬. জগাই–মাধাই কোথায় বাস করত? (জ্ঞান)
● নবদ্বীপে খ সন্দ্বীপে গ নিঝুম দ্বীপে ঘ বরেন দ্বীপে

৩৭. 'হরিবোল, হরিবোল' বলে কে কেঁদে উঠল? (জ্ঞান)
ক শ্রীগৌরাঙ্গ খ শ্রীরূ প গ জগাই–মাধাই ● শ্রীনিত্যানন্দ

৩৮. মাধাই নিত্যানন্দের মাথায় কী দিয়ে আঘাত করে? (জ্ঞান)
● কলসির কানা খ লাঠি গ কাঠ ঘ ইট

৩৯. 'আমি জানি তুমি এ দুটি জীবকে উদ্ধার করবে'–এ কথা কে বললেন? (জ্ঞান)
ক শ্রীগৌরাঙ্গ ● শ্রীনিত্যানন্দ গ শ্রীরূ প ঘ শ্রীসনাতন

৪০. জগাই–মাধাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল কেন? (অনুধাবন)
ক বাঁশির সুরে ● কীর্তনের শব্দে
গ শঙ্খধ্বনির আওয়াজে ঘ গানের আওয়াজে

৪১. জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি খ পুনর্জন্মের জন্য
● জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান ঘ জীবের মৃত্যু আছে

৪২. অপরাধীকে ৰমা করা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
● ৰমা মহৎ গুণ খ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে
গ ৰমা করা ভালো ঘ ৰমার দৃষ্টান্ত অনেক

৪৩. মাধাই নিত্যানন্দকে কলসির কানা দিয়ে মারলেন কেন? (অনুধাবন)
ক পাগল হওয়ায় ● রেগে গিয়ে
গ পূর্ব শত্রৰতায় ঘ নিত্যানন্দ অপরাধী

৪৪. 'আমি জানি তুমি এ দুটি জীবকে উদ্ধার করবে' নিত্যানন্দের এ উক্তিটি দ্বারা ধর্মের কোন দিকটি ফুটে ওঠে? (প্রয়োগ)
● ক্ষমা খ দয়া গ সহিষ্ণুতা ঘ সংযম

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫. জগাই–মাধাই ছিল– (অনুধাবন)
i. মদ্যপ ii. উচ্ছৃঙ্খল
iii. ৰুদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৬. কলসির কানা দিয়ে মারার ফল– (অনুধাবন)
i. নিত্যানন্দের মাথা ফেটে গেল ii. দু ভাইয়ের অনুশোচনা হলো
iii. নিত্যানন্দ ৰমা করলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পবন ও পলাশ দুই ভাই। তারা মদ পান করে। তারা এক সাধুকে আঘাত করে।

৪৭. পবন ও পলাশের আচরণ কাদের সাথে মিলে যায়? (প্রয়োগ)
● জগাই ও মাধাই খ জগাই ও জাবাল
গ মাধাই ও শ্রীগৌরাঙ্গ ঘ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ

৪৮. তাদের এরূ প আচরণের প্রভাব হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়ে
ii. অপরাধ প্রবণতা বাড়ে
iii. সমাজ ৰতিগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ সত্যবাদিতা ও পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্য কথা বলার গুরুত্ব

রাম ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সে পড়া না শিখে ক্লাসে আসে। শিক্ষক পড়া না শেখার কারণ জানতে চাইলে সে তার বন্ধুদের মতো অজুহাত না দিয়ে অকপটে বলে ফেলে 'স্যার, আমি বাসায় পড়ি নাই'। তখন শিক্ষক তাকে বলে রাম তুমি সত্য কথা বলেছ, তুমি সত্যবাদী।

ক. নৈতিক শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? ১
খ. গৌতম সত্যকামকে ব্রহ্ম শিৰা দিতে রাজি হন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রামের সত্যবাদিতা কোন ঋষির সত্যবাদিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রামের এই আচরণের প্রভাব পরিবার বা সমাজে কেমন প্রভাব রাখবে? মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৈতিক শব্দের উৎপত্তি নীতি শব্দ থেকে।

খ সত্যকামের সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে ঋষি গৌতম তাকে ব্রহ্মবিদ্যার শিৰা দিতে রাজি হন।
সত্যকাম জবালার পুত্র। সে তার গোত্র জানে না। সে ব্রহ্মবিদ্যার শিৰা লাভের জন্য ঋষি গৌতমের কাছে যায় গৌতম তার গোত্র জানতে চাইলে নিজের সত্য পরিচয়টাই জানায় সে। তার এই সত্যবাদিতায় খুশি হন গৌতম। তাকে গ্রহণ করেন নিজ শিষ্য হিসেবে।

গ উদ্দীপকের রামের সত্যবাদিতা ঋষি সত্যকামের সত্যবাদিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ঋষি গৌতমের কাছে ব্রহ্মবিদ্যার শিৰা লাভ করতে চায় এক বালক। নাম তার সত্যকাম। ঋষি তাকে এখানে আসার কারণ জানতে চাইলে সে ঋষির কাছে ব্রহ্মচর্য পালন করেন ব্রহ্মবিদ্যা শিৰা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। ঋষি সত্যকামকে গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে গোত্র পরিচয়ের কথা জানে না বলে জানায়। গৃহে এসে মাকে সব কথা বললে মা বলেন যে তার গোত্র কী তা সে জানে না। তার নাম অনুসারে তার ছেলের নাম জাবাল সত্যকাম। পরের দিন সে ঋষির কাছে সত্য কথা জানায়। এতে ঋষি তার সত্যবাদিতার প্রমাণ পেয়ে তাকে বুকে টেনে নেন।
উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রামকে শিৰক পড়া না শেখার কারণ জানতে চাইলে বন্ধুদের মতো অজুহাত না দিয়ে শিৰকের কাছে সত্যকথা প্রকাশ করে। শিৰক খুশি হয়ে তাকে সত্যবাদী বলে আখ্যা দেয়। সুতরাং উদ্দীপকের রামের সত্যবাদিতা ঋষি সত্যকামের সত্যবাদিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রামের সত্যবাদিতা পরিবার ও সমাজ জীবনকে সুন্দর করবে।
রাম ক্লাসের অন্যদের মতো মিথ্যা অজুহাত না দেখিয়ে পড়া পড়েনি — এই সত্য কথাটি বলে। এতে শিৰক খুশি হন।
সত্য সর্বদা প্রকাশিত। সত্য প্রকাশ করা উচিত। সত্যবাদী সকলের আস্থার পাত্র। সকলে তাকে বিশ্বাস করে। আর সত্য কথা বলা পরিবার জীবনে পরস্পরের বোঝাপড়া উন্নত করে। এতে পারিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। জটিলতা সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়। এতে সৎ জীবন গড়ে ওঠে, যা আমাদের পরিবারের মূলভিত্তি।
সমাজে সত্যবাদীকে সকলে বিশ্বাস করে। সত্যবাদী সমাজের আদর্শ। এই আদর্শ অনেকেই অনুসরণ করে। সমাজের বিভিন্ন বিরোধ, দ্বন্দ্বসহ নানা সমস্যা সমাধানে সৎ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই এগিয়ে আসেন। এতে পরিবার ও সমাজ জীবনে একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়। এতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলে।

প্রশ্ন– ২ ৰমা

নাগর দশম শ্রেণির ছাত্র। একবার তার স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় সাগর নামে তার এক বন্ধু তাকে কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে। নাগরের মাথা ফেটে যায়। সকলে সাগরকে ধরে মারতে গেলে নাগর বলল, সাগরকে তোমরা কিছু বল না। ও না বুঝে এ কাজটি করেছে। আমার হয়তো কোনো ভুল হয়েছে। সাগর তার ভুল বুঝতে পারল।

ক. কে নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করেছিল? ১
খ. মাধাই নিত্যানন্দকে মাথায় আঘাত করলে তাকে তিনি কী বলেছিলেন? ২
গ. নাগরের মধ্যে কোন গুণটির প্রকাশ পাওয়া যায়? পাঠ্যবই অনুসারে এই গুণটির ধারণা দাও। ৩
ঘ. "উক্ত গুণটি অর্জনের জন্য ধর্মের অন্য গুণগুলোও অর্জন করা জরুরি" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাধাই নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করেছিল ।

খ মাধাই নিত্যানন্দকে মাথায় আঘাত করলে তিনি বললেন,

'মারিলি কলসির কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ৰতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥'

গ নাগরের মধ্যে ৰমা গুণটির প্রকাশ পাওয়া যায়।

অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে 'ৰমা' বলে। শাস্তি দেওয়ার মতো শক্তি, সাহস এবং ৰমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী বা অন্যায়কারীর ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে বা বল প্রয়োগ করে তাকে পরাভূত বা পর্যুদস্ত না করে, তাকে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেওয়াকেই ৰমা করা বলে। ৰমা দ্বারা শত্রবকে তার শত্রবতা থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব। আর এভাবেই সমাজ থেকে অশান্তি দূর করা সম্ভব।

উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, নাগরকে তার বন্ধু আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিলেও নাগর তার বন্ধুর প্রতি প্রতিশোধ নেয়নি। বরং বন্ধুটিকে অন্যান্যরা মারতে গেলে নাগর বাধা প্রদান করে। অর্থাৎ উদ্দীপকের নাগরের মধ্যে ৰমার গুণটির প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ "উক্ত গুণটি হলো ৰমা যা অর্জনের জন্য ধর্মের অন্য গুণগুলোও অর্জন করা জরুরি।"– প্রশ্নে উলিৱখিত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে নাগরের মধ্যে 'ৰমা' গুণটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গুণটি অর্জনের জন্য ধর্মের অন্য গুণগুলোও অর্জন করতে হবে। ৰমা একটি মহৎ গুণ। এটি ধর্মের লৰণ। অন্যায়কারীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াই হলো ৰমা করা। শাস্তি দেওয়ার মতো শক্তি, সাহস এবং ৰমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী বা অন্যায়কারীর ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে বা বল প্রয়োগ করে তাকে পরাভূত বা পর্যুদস্ত না করে, তাকে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেওয়াকেই ৰমা করা বলে। এই ৰমার গুণটি অর্জনের জন্য ধর্মের অন্য গুণগুলোও অর্জন করতে হয়।

ৰমা করা অর্থাৎ শাস্তি না দেওয়ার মানসিকতা তারই থাকে, যার রয়েছে সহিষ্ণুতা। অন্যের প্রতি দয়া না থাকলে ৰমা করা সম্ভব নয়। নিজের ইন্দ্রিয় সংযত না হলে, ক্রোধযুক্ত হলে কিংবা শুভ ও অশুভ বুদ্ধির বিষয়ে বোঝাপড়া ভালো না হলে অন্যকে ৰমা করা সম্ভব হয় না। এই ৰমা ধর্মের অঙ্গ। ৰমা দ্বারা অপরাধীর মনে অনুশোচনা হয়। এতে তার আত্মশুদ্ধির সুযোগ ঘটে। আর তাই এই গুণের চর্চা করা উচিত এবং এর জন্য ধর্মের অন্যান্য অঙ্গ যেমন সহিষ্ণুতা, দয়া, ইন্দ্রিয়-সংযম, শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, অক্রোধ ইত্যাদিরও চর্চা করা জরুরি।

পরিশেষে আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, ৰমা গুণটি অর্জনের জন্য ধর্মের অন্য গুণগুলোও অর্জন জরুরি।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৩ ৰমা

রথিন নামক এক ব্যক্তি তীর্থের সাধনা করে ফিরে আসলে সে কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। মুক্তির একমাত্র পথ কৃষ্ণনাম এ কথা সর্বত্র প্রচার করে। একদিন এই নাম প্রচারকালে ঐ অঞ্চলে বেনু ও তনু নামক দুই মদ্যপ ভাই তাকে তাড়া করে মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তখন রথিন তাতে কষ্ট না পেয়ে তাদের ৰমা করে কৃষ্ণনাম নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। [বরিশাল জিলা স্কুল]

ক. কার মাঝে ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়? ১
খ. বিদ্যালয় থেকে শিশুরা কীভাবে সত্য কথা বলতে শিখবে? ২
গ. পাঠ্যবইয়ের কোন মহামানবের সাথে রথিনের মিল পাওয়া যায়? নিরূপণ কর। ৩
ঘ. রথিন তার কাজের মাধ্যমে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধার্মিকের মাঝে ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়।

খ বিদ্যালয় হলো শিৰাপীঠ। পরিবারের পরে বিদ্যালয়েই শিশুরা সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। অনুকরণপ্রিয় শিশুরা বিদ্যালয়ে তাদের শিৰক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় রপ্ত করে থাকে। তাই বিদ্যালয়ে সত্যবাদিতার চর্চা হলে শিশুরা এখান থেকে সত্য কথা বলতে শিখবে।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ শ্রী নিত্যানন্দের পরিচয় দাও।

ঘ ৰমা মহত্ত্বের লৰণ– বিশ্লেষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সত্যবাদীর গুণ কোনটি?
উত্তর : সত্যবাদীর গুণ হলো দ্বিধাবোধ না করে সরল সত্য বর্ণনা করা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সর্বদা প্রকাশিত কী?
উত্তর : সত্য সর্বদা প্রকাশিত।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সত্যকামের গুরব কে ছিলেন?
উত্তর : ঋষি গৌতম সত্যকামের গুরব ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সত্যকাম কোন বিদ্যা শিৰা করতে চেয়েছিল?
উত্তর : সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা শিৰা করতে চেয়েছিল।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সত্য প্রকাশ করা কাদের ব্রত ছিল? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সত্য প্রকাশ করা মহাপুরুষদের ব্রত ছিল। তাঁদের জীবননাশের আশঙ্কা থাকলেও তাঁরা সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁরা সত্য দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। আর এ সত্যই তাদের ব্রত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নৈতিক শিক্ষা লাভের উপায় কোনগুলো?
উত্তর : নৈতিক শিক্ষা লাভের উপায়গুলো হলো :

ক. সাধারণ নৈতিক শিক্ষা যেমন : সত্য কী, সত্যবাদিতার উপকারিতা কী ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে নৈতিক শিৰা লাভ করা যায়।
খ. ধর্মীয় উপাখ্যানের মাধ্যমে নৈতিক শিৰা : হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে এমন প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান সংযোজন করা হয়েছে যার মধ্যে নৈতিক শিৰা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন : সত্যবাদিতা সম্পর্কে সত্যকামের উপাখ্যান।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সত্যকামের উপাখ্যানের শিৰা বর্ণনা কর।

উত্তর : সত্য জীবনকে সুন্দর করে। সত্যবাদী তার সৎ চিন্তা ও বিবেকবোধের কারণে সকলের আস্থার পাত্র হন। সত্যকামও তার সত্য দ্বারা ঋষি গৌতমের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করে। গৌতম তার সরল সত্যকথায় তাকে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেন এবং ব্রহ্মবিদ্যার শিৰা দেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বিদ্যালয়ে শিৰক–শিৰিকার কোন গুণগুলো শিশুকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিৰা শুরব হয় বিদ্যালয়ে। শিৰক–শিৰিকার চাল–চলন, আচার–আচরণ, কথাবার্তা, তাদের আদর্শ সবকিছুই শিশুকে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ে যদি সত্যবাদিতার চর্চা করা হয়, তাহলে শিশুরা সত্য কথা বলায় অভ্যস্ত হবে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বিদ্যালয়ে কীরূ প পরিবেশ সৃষ্টি করা শিৰকের দায়িত্ব?

উত্তর : একটি শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিৰা শুরব হয় বিদ্যালয় থেকে। শিশুরা যাতে সত্য কথা বলায় অভ্যস্ত হয়, কখনো মিথ্যা কথা না বলে, শিৰকদের উচিত বিদ্যালয়ে সেরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সপ্তম অধ্যায়

⏭ আদর্শ জীবনচরিত

শিৰার্থীরা যা জানবে–

- আদর্শ জীবনের স্বরূ প
- শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ
- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ
- রাণী রাসমণির জীবন ও কর্ম
- বামাক্ষেপার কালজয়ী জীবন সম্পর্কে
- শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনাদর্শ

বিষয়–সংৰেপ

যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক মহান পুরুষ ও মহীয়সী নারীর আগমন ঘটেছে। তারা মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন। তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু আমরা শিখতে পারি। সুন্দর জীবন গড়ার জন্য তাদের জীবন থেকে আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। তাদের জীবন ও চরিত্র আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচিত। এঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রাণী রাসমণি, বামাৰেপা ও শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম উলেৰখযোগ্য।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. দেবকীর —— গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে।
২. মাকে শোনান —— আর কমলাকান্তের গান।
৩. রাণী রাসমণি তাঁর প্রজাদের —— ন্যায় প্রতিপালন করতেন।
৪. মহাশ্মশান দেখে বামার মনে —— সৃষ্টি হয়।
৫. ক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় —— আশ্রম।

উত্তর : ১. অষ্টম; ২. রামপ্রসাদী; ৩. সন্তানের; ৪. ভাবান্তরের; ৫. লোকনাথের।

■ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পূতনার কথায় যশোদার	কান্না পেল
২. এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের	তন্ত্রসাধনা
৩. তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতী স্ত্রী	পশ্যামি
৪. শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের	স্বামী বিবেকানন্দ
৫. যত্তে রূ পং কল্যাণতমং তৎ তে	রাসমণি
	মায়া হলো
	শ্রেষ্ঠ শিষ্য

উত্তর :
১. পূতনার কথায় যশোদার **মায়া হলো।**
২. এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের **শ্রেষ্ঠ শিষ্য।**
৩. তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতি স্ত্রী **রাসমণি।**
৪. শুরু হলো মহাশ্মশানে বামাচরণের **তন্ত্রসাধনা।**
৫. যত্তে রূ পং কল্যাণতমং তৎ তে **পশ্যামি।**

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. শিশু কৃষ্ণকে প্রথম মেরে ফেলতে কে গিয়েছিল?
ক হিড়িম্বা খ তাড়কা ● পূতনা ঘ সূর্পণখা

২. রাণী রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?
ক কালীঘাট নির্মাণ খ জলকর বন্ধ করা
গ ভবানীপুরে বাজার স্থাপন ● দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন

৩. বামাৰেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করেন কে?
ক রাণী রাসমণি খ চন্দ্রমণি দেবী
গ রাজকুমারী দেবী ● মহারানি অন্নদাসুন্দরী

৪. ব্রহ্মানন্দ বলতে বোঝায়–
i. জীবের মধ্যে ব্রহ্মের উপস্থিতি ii. ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা
iii. জীবের কল্যাণ করে যে আনন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গোপাল বাবুর ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ খুব বেশি। তাই তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধন পথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এমনকি অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তিনি জানতে চান। তিনি উপলব্ধি করলেন সাকার, নিরাকার কিংবা অন্য যে পথেই সাধনা করা যায়– সবার লৰ্য এক ও অভিন্ন– ঈশ্বর লাভ।

৫. গোপাল বাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক বামাক্ষেপা ● শ্রীরামকৃষ্ণ
গ রামকুমার ঘ লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৬. উক্ত সাধকের সাধনতন্ত্রের সাথে গোপাল বাবুর উপলব্ধির মিলটি হলো–
● যত মত তত পথ খ গুরু, মন্ত্র আর ভগবান এক
গ দেব–দেবীর পূজায় ভক্তিই প্রধান ঘ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূ পে

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কেন মানবরূ পে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে মথুরায় কংস রাজা জনগণের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার করছিল। নিজের পিতাকে বন্দি করে কংস সিংহাসন দখল করে। এই কংসকে ধ্বংস করে জগতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি মানবরূ পে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। জগতে যখন অধর্ম বেড়ে যায় তখন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবতাররূ পে ভগবান পৃথিবীতে অবতরণ করেন। আর এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রৰা করার জন্য মানবরূ পে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ রাণী রাসমণি জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়ে কী ভূমিকা রাখেন?
উত্তর : একবার রাণী রাসমণি পুণ্যভূমি জগন্নাথ ৰেত্রে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল জরাজীর্ণ। তীর্থযাত্রীদের খুব কষ্ট হতো চলাফেরা করতে। রাসমণি তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন। শুধু তা–ই নয়। ষাট হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা–এই তিন বিগ্রহের জন্য হীরকখচিত তিনটি মুকুটও তৈরি করিয়ে দেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বামাৰেপা মায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য কী করেছিলেন?
উত্তর : বামাৰেপা তারা মায়ের ভক্ত হলেও নিজের মাকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শ্মশানে। বর্ষাকালে

নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শ্মশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানেই তাঁকে দাহ করা দরকার। একথা ভেবে বামাক্ষেপা মা–তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে গেলেন এবং শ্মশানে মায়ের দেহ দাহ করলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ লোকনাথ কাকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং কেন?

উত্তর : লোকনাথ একজন গোয়ালিনীকে মা বলে ডাকতেন। লোকনাথ জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে সব মানুষই ছিল সমান। তাঁকে এক গোয়ালিনী দুধ দিতেন। লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকতেন। লোকনাথের অনুরোধে গোয়ালিনী শেষে আশ্রমেই থাকতেন।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কংস কর্তৃক শিশুকৃষ্ণকে হত্যার উপায়সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর : মথুরার রাজা কংস ছিলেন খুবই অত্যাচারী। তার হাত থেকে রাজ্যের মানুষকে রৰা করার জন্য অবতাররূ পে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণ। এ কথা জানতে পেরে কংস তাকে হত্যা করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। সেগুলো নিচে দেওয়া হলো :

কংস জানতে পারে, তাকে যে হত্যা করবে সে গোকুলে আছে। পূতনা রাৰসীকে স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখিয়ে সেখানে পাঠানো হলো বিষদুধ খাইয়ে তাকে মারার জন্য। কিন্তু শিশুপুত্র শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে হত্যা করেন। এরপর একজন পুরবষ অনুচরকে পাঠানো হলো। অনুচর শকট চাপা দিয়ে কৃষ্ণকে মারতে এগিয়ে যায়। কৃষ্ণ তার মনোভাব বুঝতে পেরে সজোরে এক লাথি মারলেন। ফলে শকটের চাপে অনুচর মারা যায়। এবার কংস তৃণাবর্ত নামক এক অসুরকে পাঠালো শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য। তৃণাবর্ত গোকুলে গিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করল। সমস্ত গোকুল ভীষণ ঝড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। তৃণাবর্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে অনেক উঁচুতে তুলে আছড়ে মারবে। ঘূর্ণিবায়ুর ফলে কৃষ্ণ অনেক উঁচুতে উঠে এলেন বটে। কিন্তু তাঁকে আছাড় মারার আগে তিনিই তৃণাবর্তের বুকে ভীষণ চাপ দিলেন। ফলে মাটিতে পড়ে সে মারা গেল। এভাবে একের পর এক কংস রাজা শ্রীকৃষ্ণকে মারার পরিকল্পনা করলেও তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের বর্ণনা দাও।

উত্তর : গদাধরের সাধনজীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীৰিত করে তিনি গদাধরের নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতে সাধনা করেন। এমনকি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মমতেও সাধনা করেন। সব ৰেত্রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন, 'নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।' তাঁর উপলব্ধি সত্য হলো, **'যত মত তত পথ'**। অর্থাৎ পথ বহু হলেও লৰ্য এক – ঈশ্বর লাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা ও তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে অনেক জ্ঞানী–গুণী দৰিণেশ্বরে আসতে লাগলেন। তিনি তাদের গল্পের মাধ্যমে অনেক জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ রাণী রাসমণির জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দাও।

উত্তর : রাণী রাসমণি সরকারের দশ হাজার টাকা কর দিয়ে মুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরবজ পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং রশি টানিয়ে জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে সরকার আপত্তি তোলেন। উত্তরে রানী বলেন যে, নদীতে জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্যত্র চলে যাবে। এতে জেলেদের ৰতি হবে। এ অবস্থায় সরকার রাণীকে তাঁর টাকা ফেরত দেন এবং জলকর তুলে নেয়। রাণী তাঁর প্রজাদের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করতেন। একবার এক নীলকর সাহেব মকিমপুর পরগনায় প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন শুরব করেন। একথা রানী শুনতে পান এবং তাঁর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লৰ টাকা খরচ করে 'টোনার খাল' খনন করান। এর ফলে মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার সংযোগ সাধিত হয়। এছাড়া সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাট নির্মাণ তাঁর অনন্য কীর্তি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতে জীবসেবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : লোকনাথ জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে সব মানুষই ছিল সমান। তিনি শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর আশ্রমে অনেক পশুপাখি থাকত। তিনি নিজের হাতে তাঁদের খাবার দিতেন। পাখিরা নির্ভয়ে তাঁর গায়ে এসে বসত। আসলে তিনি সব জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন। তিনি মনে করতেন, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূ পে। তিনি বলতেন, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।'– আমি তোমার কল্যাণতম রূপই প্রত্যৰ করি। তাই জীবের কল্যাণ করে তিনি যে আনন্দ পেতেন, সেটাই ছিল তাঁর ব্রহ্মানন্দ।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ রাণী রাসমণি

শান্তিলতা দেবী জনদরদি নারী। তিনি সিটি কর্পোরেশনের একজন মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তার সমস্ত অর্থ–সম্পদ মানুষের সেবায় দান করেন। তিনি জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাস্তা, নর্দমা সংস্কার ও শিশুদের খেলার মাঠ নির্মাণ করেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা বন্ধ করে দেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার ও তীর্থ নিবাস স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে তার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ক. রাণী রাসমণির মায়ের নাম কী?
খ. রাণী রাসমণির 'রাণী' নাম কীভাবে সার্থক হলো? ব্যাখ্যা কর।
গ. শান্তিলতা দেবীর কর্মকাণ্ডে রাণী রাসমণির কোন কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শান্তিলতা দেবীর মধ্যে রাণী রাসমণির প্রভাব লৰ করা যায়– কথাটি মূল্যায়ন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাণী রাসমণির মায়ের নাম রামপ্রিয়া দাসী।

খ রাণী রাসমণির 'রাণী' নাম সার্থক হলো জমিদারের সাথে বিয়ে হওয়ার পর। তাঁর মা জন্মের পর তাঁর নাম রাখে রাণী। গরিবের ঘরে জন্ম হলেও এক জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ফলে তিনি সত্যিই রানির পদে অধিষ্ঠিত হন। জমিদারপত্নী হওয়ার মাধ্যমে রানি রাসমণি পেলেন রানির মর্যাদা। এভাবেই তার মায়ের রাখা রাণী নামটি সার্থক হলো।

গ শান্তিলতা দেবীর কর্মকাণ্ডে রাণী রাসমণির জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

রাণী রাসমণি ছিলেন এক জনদরদি মহীয়সী নারী। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজগুলো হলো–১২৩০ সালের বন্যায় বাংলার অনেক অসহায় পরিবারকে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, 'বাবু ঘাট' ও 'বাবু রোড' নির্মাণ করা, পুণ্যভূমি জগন্নাথ ৰেত্রের জরাজীর্ণ রাস্তাঘাট সংস্কার করা, গঙ্গার জলকর বন্ধ করা ইত্যাদি।

রাণী রাসমণির অনুসরণে এমন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড শান্তিলতা দেবীও সম্পন্ন করেন। তিনি মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পর সমস্ত অর্থ–সম্পদ মানবসেবায় দান করেন। জনগণের সুবিধার কথা ভেবে তিনি রাস্তা ও শিশুদের খেলার মাঠ নির্মাণ করেন এবং নর্দমা সংস্কার করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার বিষয়টিও দমন করেন। এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার করেন এবং তীর্থনিবাস স্থাপন করেন। অর্থাৎ, জনগণের জীবনের মান উন্নয়নে রাণী রাসমণির কর্মকাণ্ডের সাথে শান্তিলতা দেবীর কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ শান্তিলতা দেবীর মধ্যে রাণী রাসমণির প্রভাব লৰ করা যায়–প্রশ্নে উলিরখিত উক্তিটি যথার্থ।

রাণী রাসমণি ছিলেন জনদরদি নারী। তিনি জনগণের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে উপলব্ধি করতেন। তিনি জনগণের সুবিধার্থে বাবু ঘাট ও

বাবু রোড নির্মাণ, পুণ্যভূমি জগন্নাথ ৰেত্রের রাস্তা সংস্কার, গঙ্গার জলকর বন্ধ করাসহ আরও নানাবিধ কাজ সম্পাদন করেছেন।

জনগণের কল্যাণ সাধনে রাণী রাসমণির যে ভাবনা তা উদ্দীপকের মেয়র শান্তিলতা দেবীকেও প্রভাবিত করেছে। তাই মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পরপরই তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ–সম্পদ মানবসেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। শান্তিলতা দেবীও জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিশুদের খেলার মাঠ নির্মাণ ও নর্দমা সংস্কার করে দেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার ও তীর্থনিবাস স্থাপন করেন।

উপরিউক্ত পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিলতা দেবীর মধ্যে রাণী রাসমণির জনকল্যাণমূলক মনোভঙ্গির প্রভাব লৰ করা যায়।

প্রশ্ন– ২ বামাৰেপা

সন্তোষ বাবু চাকরির সুবাদে শহরে বসবাস করেন। তাঁর বৃদ্ধ মা–বাবা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। একদিন তার মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি রাতেই বাড়িতে ছুটে যান এবং দেখতে পান মা মৃত্যু শয্যাশায়ী। তিনি বিলম্ব না করে মাকে কোলে তুলে ডাক্তারের কাছে রওনা হন। কিন্তু খেয়াঘাটে এসে দেখেন নৌকা বাঁধা আছে, মাঝি নেই, বৈঠাও নেই। এ অবস্থায় তিনি মাকে নৌকায় তুলে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং রশি দিয়ে টেনে নৌকা ওপারে নিয়ে যান। এরপর ডাক্তার বাড়িতে গেলে ডাক্তারের তাৎৰণিক ব্যবস্থায় তার মা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ক. তারাপীঠ কোথায় অবস্থিত? ১

খ. বামাচরণ কীভাবে বামাৰেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সন্তোষ বাবুর কর্মের মধ্যে বামাৰেপার কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সন্তোষ বাবুর মাতৃভক্তি যেন বামাৰেপার মাতৃভক্তির প্রতিচ্ছবি'– তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তারাপীঠ অবস্থিত।

খ মায়ের প্রতি ভক্তিভাবে ৰেপামি করায় বামাচরণ বামাৰেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বামাৰেপার আসল নাম হলো বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তান্ত্রিক মতে সাধনা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। মা তারার আরাধনায় তিনি আত্মভোলা হয়ে যেতেন। 'জয়তারা জয়তারা' বলে তিনি মাটিতে লুটোপুটি খেতেন। তারামায়ের সাধনায় তাঁর এমন ৰেপামি বা একরোখা ভাব দেখে সবাই তাঁকে বামাৰেপা বলেই ডাকতেন। এভাবেই বামাচরণ বামাৰেপা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

গ সন্তোষ বাবুর কর্মের মধ্যে বামাৰেপার 'মাতৃভক্তি' ঘটনাটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বামাৰেপা ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত। বামা তারামায়ের ভক্ত হলেও নিজের মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শ্মশানে। বর্ষাকালে নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শ্মশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানেই তাঁকে দাহ করার দরকার। এ কথা ভেবে বামাৰেপা মা তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে যান এবং শ্মশানে মায়ের দেহ দাহ করেন।

উদ্দীপকের সন্তোষ বাবুর মধ্যেও মাতৃভক্তির এমন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি তার অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রশি দিয়ে নৌকা টেনে ওপারে নিয়ে যান এবং ডাক্তারের বাড়িতে নিয়ে মায়ের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। আর এখানেই দু'জনের মাতৃভক্তি একসূত্রে গাঁথা হয়েছে।

ঘ 'সন্তোষ বাবুর মাতৃভক্তি যেন বামাৰেপার মাতৃভক্তির প্রতিচ্ছবি'– এ উক্তিটি যথার্থ।

বামাৰেপা ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত। তিনি মাকে অনেক শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শ্মশানে। বর্ষাকালে নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শ্মশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানেই তাকে দাহ করা দরকার। এ কথা ভেবে বামাৰেপা মা–তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে গেলেন এবং শ্মশানে মায়ের দেহ দাহ করলেন।

উদ্দীপকের সন্তোষ বাবু বামাৰেপার মতোই মাতৃভক্তি প্রদর্শন করেছেন। অসুস্থ মাকে সুস্থ করার জন্য মাকে নৌকায় তুলে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং রশি দিয়ে নৌকা টেনে নিয়ে ওপারে যান। এরপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে মাকে সুস্থ করে আনেন।

পরিশেষে আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তোষবাবুর মাতৃভক্তি বামাৰেপার মাতৃভক্তিরই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ ১ : শ্রীকৃষ্ণ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৬২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. শ্রীকৃষ্ণ কে? (জ্ঞান)
● স্বয়ং ভগবান ⓑ স্বয়ং ব্রাহ্মণ
ⓖ স্বয়ং ধর্মগুরু ⓓ স্বয়ং পুরোহিত

২. 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' অর্থ কী? (জ্ঞান)
● শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ⓑ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরোহিত
ⓖ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মানুষ ⓓ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সন্ন্যাসী

৩. শ্রীকৃষ্ণের আগমনী যুগকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓐ কলি ● দ্বাপর ⓖ সত্য ⓓ ত্রেতা

৪. মথুরার রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● কংস ⓑ তৃণাবর্ত
ⓖ বসুদেব ⓓ শূরে

৫. রাজা শূরের পুত্র কে ছিল? (জ্ঞান)
● বসুদেব ⓑ কংস ⓖ উগ্রসেন ⓓ শ্রীকৃষ্ণ

৬. শ্রীকৃষ্ণের বাবা কে ছিলেন? [গভঃল্যাবরেটরী হাই স্কুল, খুলনা]
ⓐ কংস ● বসুদেব ⓖ শূর ⓓ উগ্রসেন

৭. শ্রীকৃষ্ণের মা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓐ রোহিণী ⓑ দুর্গা ⓖ সরস্বতী ● দেবকী

৮. বসুদেবের প্রথম স্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞান)
● রোহিণী ⓑ সরস্বতী ⓖ দুর্গা ⓓ দেবকী

৯. শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ কে? (জ্ঞান)
● শূর ⓑ কংস ⓖ উগ্রস্নে ⓓ নন্দ

১০. দেবকীর সপ্তম সন্তান কে? (জ্ঞান)
ⓐ শ্রীকৃষ্ণ ⓑ লক্ষ্মণ ● বলরাম ⓓ ভরত

১১. **শ্রীকৃষ্ণের ভাই কে?** (জ্ঞান)
● বলরাম ⓚ লক্ষ্মণ ⓖ ভরত ⓖ রাম

১২. **নন্দরাজের স্ত্রী কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
● যশোদা ⓚ রোহিণী ⓖ দেবকী ⓖ কেতকী

১৩. **শ্রীকৃষ্ণ কোন তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন?** (জ্ঞান)
● ভাদ্র মাসের অষ্টমী ⓚ ভাদ্র মাসের পঞ্চমী
ⓖ ভাদ্র মাসের দ্বাদশী ⓖ ভাদ্র মাসের তৃতীয়া

১৪. **কংসের পাঠানো রাক্ষসীর নাম কী?** (জ্ঞান)
● পূতনা ⓚ কাজল ⓖ তৃণাবর্ত ⓖ যশোদা

১৫. **শিশু কৃষ্ণ পূতনার চালাকি বুঝতে পারলেন কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ পূতনা অনভিজ্ঞ ছিল বলে ⓚ কৃষ্ণ বিষ চিনত বলে
● স্বয়ং ভগবান বলে ⓖ স্বয়ং অবতার বলে

১৬. **কংস শান্ত হয়েছিলেন কীভাবে?** (অনুধাবন)
ⓚ ঈশ্বরের দৈববাণী শুনে
● দেবকীর সন্তানদের তার হাতে তুলে দেওয়ার কথা শুনে
ⓖ অর্থ পাওয়ার কথা শুনে
ⓖ বসুদেবের হিংসামূলক কথা শুনে

১৭. **পূতনা রাৰসী কৃষ্ণকে মেরে ফেলতে চাইলেন কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ হিংসার কারণে ⓚ শত্রবতার কারণে
ⓖ ৰমতার লোভে ● স্বর্ণমুদ্রার লোভে

১৮. **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে নেমে আসেন কেন?** (অনুধাবন)
● জগতের মঙ্গালের জন্য ⓚ রাজত্ব করার জন্য
ⓖ দেবকীর মুক্তির জন্য ⓖ পৃথিবী দখল করার জন্য

১৯. **'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'–সে কে?** (জ্ঞান)
● শ্রীকৃষ্ণ ⓚ নন্দরাজ ⓖ রাম ⓖ লক্ষ্মণ

২০. **'আমি বড়ই দুঃখিনী' উক্তিটি কার?** (জ্ঞান)
ⓚ যশোধা ⓚ দেবকী ● পূতনা ⓖ রোহিণী

২১. **প্রিয়া এমন একজন অবতারের নাম পাঠ্যবইয়ে পড়ছিল যিনি পূতনা রাৰসী, কংসের অনুচর এবং অসুর তৃণাবর্তকে হত্যা করেন। প্রিয়ার পঠিত অবতারের নাম কী?** (প্রয়োগ)
ⓚ বলরাম ● শ্রীকৃষ্ণ ⓖ রাম ⓖ বামন

২২. **যুগে যুগে ভগবান মানবরূ পে জন্মগ্রহণ করেন। এর ফলে জগতের কী হয়?** (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ অমঙ্গাল ⓚ অনিষ্ট ⓖ ৰতি ● মঙ্গাল

২৩. **শিশু অবস্থায়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূতনা রাৰসী, তৃণাবর্ত প্রভৃতিকে হত্যা করেন। এর নৈতিক শিৰা কী?** (উচ্চতর দৰতা)
● দুষ্টের দমন ⓚ হত্যার প্রসার
ⓖ অসুর বধ ⓖ কল্যাণে বাধা দেওয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪. **ভগবান যে রূ পে মানুষের মঙ্গাল করেন—** (অনুধাবন)
i. মানবরূ পে
ii. জীবরূ পে
iii. অগ্নিরূ পে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫. **শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পৃথিবীতে ছিল—** (অনুধাবন)
i. ঘোর অন্ধকার ii. প্রচন্ড ঝড়–বৃষ্টি
iii. সূর্যের আলো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৬. **বাসুদেবের পরিচয় হলো—** (অনুধাবন)
i. একজন ধার্মিক ও রূ পবান ব্যক্তি
ii. রাজা শূরের পুত্র
iii. একজন সাধারণ কৃষক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৭. **শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা যে শিৰা পাই—** (অনুধাবন)
i. ভগবান মানবরূ পে জন্ম নিয়ে দুস্টদের দমন করেন
ii. ভগবান সবাইকে রৰা করেন
iii. ভগবান জগতের মঙ্গাল করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ধর্মপ্রাণ শিশুর হাতে মৃত্যু হবে জেনে অত্যাচারিত রাজা শ্রীমান শিশুটিকে মারার নানা কৌশল অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত শিশুটি নিজেই তার সকল চেস্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সফল হন।

২৮. **উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন মনীষীর জীবনের সাথে সর্ংশিরস্টতা রয়েছে?** (প্রয়োগ)
● শ্রীকৃষ্ণ ⓚ শ্রীরামকৃস্ণ
ⓖ বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী ⓖ রাণী রাসমণি

২৯. **উক্ত মনীষী পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন—** (উচ্চতর দৰতা)
i. জগতের মঙ্গালনের জন্য
ii. পৃথিবীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য
iii. দুস্টের দমনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ ২, ৩, ৪ ও ৫ : শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, রাণী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৬৪, ৬৬, ৬৮ ও ৭১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০. **বাবা লোকনাথ ব্রহ্মাচারী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?** (জ্ঞান)
● উত্তর চব্বিশ পরগনার চাকলা গ্রামে
ⓚ উত্তর চব্বিশ পরগনার মঙ্গাল গ্রামে
ⓖ উত্তর চব্বিশ পরগনার কলা গ্রামে
ⓖ উত্তর চব্বিশ পরগনার চাতাল গ্রামে

৩১. **বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বাবা কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
● রামকানাই চক্রবর্তী ⓚ হরেকৃষ্ণ দাস
ⓖ বসুদেব ⓖ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়

৩২. **বাবা লোকনাথের পিতার ইচ্ছা কী ছিল?** (জ্ঞান)
● পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক ⓚ পুত্র জাগতিক জ্ঞান লাভ করুক
ⓖ পুত্র বিজ্ঞান জ্ঞান লাভ করুক ⓖ পুত্র আধুনিক জ্ঞান লাভ করুক

৩৩. **বাবা লোকনাথের বন্ধু কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
● বেণীমাধব চক্রবর্তী ⓚ বামাৰেপা
ⓖ ভরত ⓖ রামকৃষ্ণ

৩৪. **বাবা লোকনাথের ধর্মগুরু কে ছিলেন?** [নোয়াখালী জিলা স্কুল]
● আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী ⓚ তোতাপুরী
ⓖ বেণীমাধব ⓖ ভৈরবী যোগেশ্বরী

৩৫. **আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে বাবা লোকনাথ কত বছর ছিলেন?** (জ্ঞান)
ⓚ ২০ ● ২৫ ⓖ ২৮ ⓖ ৪৫

৩৬. **কাশীধামের সাধক কে ছিলেন?** (জ্ঞান)
ⓚ ভগবান গাঙ্গুলী ⓚ রামকৃষ্ণ
● হিতলাল মিশ্র ⓖ বেণীমাধব

৩৭. **বাবা লোকনাথ বাংলার কোন অঞ্চলে ধর্ম সাধনা করেন?** (জ্ঞান)
● কুমিল্লায় ⓚ সিলেটে
ⓖ চট্টগ্রামে ⓖ রাজশাহীতে

৩৮. **বাবা লোকনাথ কোন গাছতলায় ধ্যান করেন?** (জ্ঞান)
ⓚ জামগাছ ⓚ আমগাছ
● বটগাছ ⓖ কলাগাছ

৩৯. **হুগলি জেলার কোন গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নেয়?** (জ্ঞান)
● কামারপুকুরে ⓚ হালিশহরে ⓖ তারাপীঠে ⓖ চাকলায়

৪০. **রাণী রাসমণির মাতার নাম কী?** (জ্ঞান)
● রামপ্রিয়া দাসী ⓚ শ্যাম্যাপ্রিয়া দাসী
ⓖ হরিপ্রিয় দাসী ⓖ নন্দপ্রিয় দাসী

৪১. **রাণী রাসমণি কত টাকা ব্যয় করে একটি রূ পার রথ তৈরি করেন?** (জ্ঞান)
● ১,২২,১১৫ টাকা ⓚ ১,২৩,১১৫ টাকা
ⓖ ১,২৪,১১৫ টাকা ⓖ ১,২৫,১১৫ টাকা

৪২. **ক্ষুদি রামের শিশু পুত্রের নাম কী রাখেন?** [মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ বলরাম ⓚ শ্রীকৃষ্ণ ⓖ শশাঙ্ক ● গদাধর

৪৩. বাবা লোকনাথ সর্বজীবে কাকে খুঁজে পান? (জ্ঞান)
● ব্রহ্মকে ⓖ দুর্গাকে ⓖ রামকে ⓘ কালীকে

৪৪. শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন কেন? (অনুধাবন)
● আকাশে উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে
ⓖ আকাশের বিদ্যুৎ চমকানো দেখে
ⓖ আকাশের অসংখ্য তারা দেখে
ⓘ আকাশের মেঘমালা দেখে

৪৫. রাণী রাসমণি নদীতে রশি টানিয়ে দিলেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ সাঁতার খেলা দেখার জন্য ● জাহাজ চলাচল বন্ধ করার জন্য
ⓖ মাছ ধরার জন্য ⓘ মানুষকে ৰতি করার জন্য

৪৬. বামাচরণ জেদ ধরেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ কাশী যাবার জন্য ⓖ হিমালয়ে যাবার জন্য
● শ্মশানে যাওয়ার জন্য ⓘ বাজারে যাওয়ার জন্য

৪৭. ভেঙ্গু কর্মকার লোকনাথের পা জড়িয়ে ধরেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ লোকনাথ ভগবান হওয়ায় ⓖ লোকনাথের চেহারা সুন্দর হওয়ায়
ⓖ লোকনাথ বিদেশি হওয়ায় ● মামলা থেকে নিষ্কৃতির জন্য

৪৮. রাণী রাসমণি গঙ্গার ঘাটে কেন যান? (অনুধাবন)
● পিতার চতুর্থী করতে ⓖ পূজা করতে
ⓖ দর্শন করতে ⓘ ভ্রমণ করতে

৪৯. রাণী রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ দৰিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন ⓖ জলকরবন্ধ করা
● রাস্তা সংস্কার ⓘ ভবানীপুরে বাজার স্থাপন

৫০. পিতা–মাতাকে শ্রদ্ধা করা কার নৈতিক শিক্ষা? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ হিতলাল মিশ্র ⓖ ভগবান গাঙ্গুলী
ⓖ বেণীমাধব চক্রবর্তী ● বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৫১. সকল জীবকে ভালোবাসা কার জীবনাদর্শ? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ বেণীমাধব চক্রবর্তী ⓖ রামকৃষ্ণ
● বাবা লোকনাথ ⓘ হিতলাল মিশ্র

৫২. 'যা, তুই মুক্তি পাবি' বাবা লোকনাথ কাকে বলেন? (জ্ঞান)
ⓚ বসুদেবকে ⓖ কংসকে ⓖ মাধাইকে ● ভেঙ্গুকে

৫৩. 'আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব' উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ⓚ হিতলাল মিশ্রের ⓖ ভগবান গাঙ্গুলীর
● বাবা লোকনাথের ⓘ বেণীমাধব চক্রবর্তীর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. বাবা লোকনাথ ভেদাভেদ নিষেধ করেন– (অনুধাবন)
i. জাতিতে ii. ধর্ম, বর্ণে
iii. পোশাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৫. বাবা লোকনাথের উপদেশ ছিল– (অনুধাবন)
i. ব্রহ্মজ্ঞানে জীবসেবা
ii. উঁচু–নিচু সবাইকে মর্যাদা দিতে হবে
iii. সমাজে কলহ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৬. সিদ্ধিলাভের পর লোকনাথ ও বেনীমাধক যে দেশ ভ্রমণ করেন– (অনুধাবন)
i. মক্কা
ii. মদিনা
iii. চীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭. লোকনাথের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে – (অনুধাবন)
i. পাপী–তাপী মুক্তি লাভ করেন
ii. অনেক অসুস্থ মানুষ সুস্থ হন
iii. বিপদ থেকে উদ্ধার করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একজন মহাপুরবষ শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও ভালোবাসতেন। তার আশ্রমে অনেক পাখি থাকত।

৫৮. অনুচ্ছেদে কোন মহাপুরবষের নাম ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● বাবা লোকনাথ ⓖ ভগবান গাঙ্গুলী
ⓖ বসুদেব ⓘ রামকৃষ্ণ

৫৯. অনুচ্ছেদের মহাপুরবষের আশ্রমে অনেক পাখি থাকার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. তিনি পাখি ভালোবাসতেন
ii. তিনি পাখি বিক্রি করতেন
iii. তিনি জীবের মধ্যে স্রষ্টার উপলব্ধি করতেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ রাণী রাসমণি

কমলা রায় স্বামীর রেখে যাওয়া বিপুল ধন–সম্পদ দিয়ে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। তিনি গরিবদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, চলাফেরার সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি এবং লেখাপড়ার সুবিধার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার লৰ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি বন্যার কবল থেকে এলাকাকে রৰার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও বন্যায় ৰতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাই আজও এই জেলার মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

ক. "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"–অর্থ কী? ১
খ. মহাপুরবষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনী আমাদের কাছে আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচ্য কেন? ২
গ. উদ্দীপকের কমলা রায়ের কাজের সাথে আদর্শ 'জীবনচরিত' অধ্যায়ের কোন মনীষীর কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমেই ঐ মনীষী এবং কমলা রায় সমান যশের অধিকারী'– বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

খ মহাপুরবষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনী আমাদের কাছে আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচ্য। কারণ তাঁরা বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাণ করেছেন, মঙ্গল করেছেন। আমাদের চলার পথের সহায়ক হিসেবে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি তাঁদের জীবনী থেকে। জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁদের আদর্শই আমাদের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। এজন্যই তাঁরা আমাদের কাছে আদর্শ।

গ উদ্দীপকের কমলা রায়ের কাজের সাথে 'আদর্শ জীবনচরিত' অধ্যায়ের রাণী রাসমণির কাজের মিল রয়েছে।
রাণী রাসমণি ছিলেন এক মহীয়সী নারী। তিনি জনকল্যাণে অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি ১২৩০ সনের বন্যায় ৰতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি পুণ্যভূমি জগন্নাথ ৰেত্রের তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন। তাছাড়া তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লৰ টাকা খরচ করে 'টোনার খাল' খনন করান। এছাড়া সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাট নির্মাণ করেন।

উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, কমলা রায় জনকল্যাণমূলক নানা রকম কাজ করেছেন। তিনি গরিবদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র, রাস্তাঘাট সংস্কার, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, বন্যায় ৰতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং, কমলা রায়ের কাজের সাথে রাণী রাসমণির জনকল্যাণমূলক কাজের যথেষ্ট মিল রয়েছে একথা বলা যায়।

ঘ সেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমেই রাণী রাসমণি এবং কমলা রায় সমান যশের অধিকারী– প্রশ্নে উলিৱখিত উক্তিটি যথার্থ।

রাণী রাসমণি ছিলেন জনসেবায় নিবেদিত। তিনি সর্বদা প্রজাদের সুখের কথা, সুবিধার কথা চিন্তা করতেন। তিনি সেবামূলক কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। ১২৩০ সনের বন্যায় যখন তাঁর প্রজারা বিশাল ৰতির স্বীকার হন, তখন রাসমণি তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। মানুষের চলাফেরা করার জন্য নিজ অর্থ ব্যয় করে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন। জেলের মাছ ধরার সুবিধার্থে লৰ টাকা খরচ করে 'টোনার খাল' খনন করেছিলেন যা সেবামূলক কাজেরই বহিঃপ্রকাশ।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, কমলা রায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সেবামূলক কাজ করেছিলেন। গরিব লোকদের কথা চিন্তা করে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজ অর্থ ব্যয় করে মানুষের চলাফেরার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করেছিলেন এবং বন্যায় ৰতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন যা রাসমণির কাজের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, সেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে রাণী রাসমণি ও উদ্দীপকের কমলা রায় সমান যশের অধিকারী।

প্রশ্ন– ২ ▸▸

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

সুদর্শন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। উচ্চবর্ণের লোক হলেও তার কোনো দম্ভ নেই। তিনি তার কর্মৰেত্রে সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতের সহকর্মীদের সাথে খুব ভালো আচরণ করেন। এতে নীচু বর্ণের অনেক জুনিয়র কর্মকর্তা অবাক হন। বাড়িতে তিনি ছোটখাটো একটি চিড়িয়াখানার মতো তৈরি করেছেন। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, জীবজন্তু আশ্রয় পেয়েছে তার ঐ চিড়িয়াখানায়। অসহায় অবস্থায় তিনি এদের তুলে এনেছেন এবং সেবা দিচ্ছেন। এদের মধ্যে তিনি পরম ব্রহ্মকে খোঁজেন।

ক. দেবকীর সপ্তম সন্তানকে কার গর্ভে স্থানান্তর করা হয়? ১
খ. দেবকীর গর্ভের সন্তানদের পরিণতি কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সুদর্শনের কর্মকাণ্ডে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কোন দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "পরম ব্রহ্মকে পাওয়ার প্রত্যাশাতেই সুদর্শন যেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রণীত পথটি অনুসরণ করেছেন"– উক্তিটি তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবকীর সপ্তম সন্তানকে বসুদেবের প্রথম স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তর করা হয়।

খ দেবকীর গর্ভের সন্তানদের পরিণতি অত্যন্ত করৱণ হয়েছিল। কংসের কারাগারে পরপর দেবকীর ছয়টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শর্ত অনুযায়ী বসুদেব তার প্রত্যেক সন্তানকে নিষ্ঠুর কংসের হাতে তুলে দেন এবং কংস তাদের প্রত্যেককে পাথরে আছড়ে হত্যা করেন। ভগবান দেবকীর গর্ভের সপ্তম সন্তানকে বসুদেবের প্রথম স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তর করেন। আর দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তানকে স্বয়ং বসুদেব রাতের অন্ধকারে গোকুলের নন্দরাজার স্ত্রী যশোদার পাশে রেখে আসেন।

গ উদ্দীপকের সুদর্শনের কর্মকাণ্ডে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সকল মানুষ সমান ও জীবসেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন একজন মহামনীষী। তিনি জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে সব মানুষই ছিল সমান। এছাড়াও তিনি মানুষের মতো জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও সমান ভালোবাসতেন। তাঁর আশ্রমে অনেক পশুপাখি থাকত। তিনি নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। তিনি সব জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন।

উদ্দীপকের সুদর্শনও একই আদর্শের অনুসারী। তাইতো তিনি সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও অফিসের সকল জাতি ও ধর্মের লোকদের সাথে মেশেন। উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ তাঁর মধ্যে লৰ করা যায় না। তাছাড়াও তিনি তাঁর নিজ বাড়িতে অসুস্থ পশুপাখিদের আশ্রয় দিয়ে সেবা দিয়ে থাকেন, যা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবসেবা ও সকল জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান–এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে।

ঘ "পরম ব্রহ্মকে পাওয়ার প্রত্যাশাতেই সুদর্শন যেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রণীত পথটিই অনুসরণ করেছেন"– প্রশ্নে উলিৱখিত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ভেদাভেদ নেই যা কিনা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মূল শিৰা ছিল। শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। লোকনাথ বিশ্বাস করতেন ও মনেপ্রাণে ধারণ করতেন, পৃথিবীর সকল মানুষ সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এসব দিক থেকে মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

উদ্দীপকের সুদর্শন ও একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি এত বড় কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অফিসের সকল মানুষের সাথে মেশেন। তাঁর মতে সকল মানুষ সমান। তিনি মনে করেন জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, যা লোকনাথ বাবাও মনে করতেন।

তাই বলা যায়, পরম ব্রহ্মকে পাওয়ার প্রত্যাশাতেই সুদর্শন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রণীত পথটি অনুসরণ করেছেন– উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

রমেশ ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ পুত্র। পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য রমেশ সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। গৃহত্যাগ করে আচার্যের কাছ থেকে দীৰা নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ে। সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তারপর একদিন এক কর্মকার এসে রমেশের পা জড়িয়ে ধরে বলেন, আমাকে রৰা করবন। আমি এক ফৌজদারি মামলায় পড়েছি? রমেশের দেখে মায়া হলো। তিনি ওই কর্মকারকে বললেন, 'যা তুই মুক্তি পাবি'। সত্যি সত্যি সে মুক্তি পেয়ে গেল। এভাবে রমেশ হয়ে গেল সিদ্ধি সাধক পুরবষ। [সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]

ক. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পিতার নাম কী? ১
খ. লোকনাথ 'বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' হয়ে ওঠেন কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রমেশের মধ্যে যে সাধক পুরবষের মিল পাওয়া যায়, তার জীবনী থেকে আমরা কী নৈতিক শিৰা লাভ করতে পারি? ৩
ঘ. রমেশের চরিত্রে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে– উক্তিটি মুল্যায়ন কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পিতার নাম ছিল রামকানাই চক্রবর্তী।

খ বারদীর জমিদার নাগমহাশয় একবার লোকনাথের কৃপায় জয়লাভ করেন। তিনি তখন বারদীতে লোকনাথের থাকার ব্যবস্থা করেন। দলে দলে ভক্তরা সেখানে আসতে থাকে। লোকনাথের অলৌকিক প্রভাবে রবগ্ণ মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে। অনেকে বিপদ থেকে উদ্ধার পান। পাপীতাপীরাও মুক্তিলাভ করে। এভাবে লোকনাথ 'বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' হয়ে উঠেন।

গ উদ্দীপকের রমেশের মধ্যে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মিল পাওয়া যায়। লোকনাথ ব্রহ্মাচারীর জীবনী থেকে আমরা এ নৈতিক শিৰা লাভ করতে পারি, পিতামাতাকে সবসময় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে হবে। মানুষ, পশুপাখি সকল জীবকে ভালোবাসতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনোরূ প ভেদাভেদ করা যাবে না। সমাজের উঁচু–নীচু সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। সকলের মধ্যে যে আত্মা আছে, তার সঙ্গে নিজের আত্মাকে এক করে দেখতে হবে। তবেই ব্রহ্মলাভ হবে। উদ্দীপকের রমেশের জীবনেও লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নৈতিক শিৰা লৰ করা যায়। তিনিও পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। তিনিও জাতি, ধর্ম–বর্ণ কোনো রূ প ভেদাভেদ করেননি। সমাজের উঁচু–নিচু সবাইকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাই উদ্দীপকের রমেশের মধ্যে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মিল লৰ করা যায়।

বাবা লোকনাথের জীবনের এসব নৈতিক শিৰা আমরা সবসময় অনুসরণ করে এগুলো জীবনে প্রয়োগে সর্বদা সচেস্ট থাকব।

ঘ রমেশ ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। পিতার একান্ত ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার। অবশেষে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে আচার্যের নিকট দীৰা নিয়ে চলে যান হিমালয়ে। সেখানে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর এক কর্মকার বিপদে পড়ে তাঁর কৃপা ভিৰা চাইলে তিনি কৃপা করেন। তাঁর কৃপায় কর্মকার বেঁচে যায়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ৰেত্রেও আমরা দেখতে পাই, লোকনাথ তাঁর পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীর নিকট থেকে দীৰা নিয়ে গুরুর নির্দেশে চলে যান হিমালয় পর্বতে। সেখানে কঠোর সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর ভেঙ্গু কর্মকার এসে বাবার কাছে কৃপা ভিৰে চাইলে বাবা কৃপা করেন। বাবার কৃপায় ভেঙ্গু কর্মকার মুক্তি পান।

তাই বলা যায়, রমেশের চরিত্রে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে উক্তিটি যথার্থ।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ রাণী রাসমণি

শৈলমারী গ্রামে শেফালী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণ রমণী। তিনি একজন মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শ মেনে চলতেন। তিনি তার মেয়েকে এ রমণীর আদর্শ অনুযায়ী জনকল্যাণে কাজ করার পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন।

ক. রাণী রাসমণির পিতার নাম কী ছিল? ১

খ. রাণী রাসমণি প্রজাদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন? ২

গ. শেফালী দেবী কোন মহীয়সী নারীর জীবনাদর্শ মেনে চলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নারী অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন– উক্তিটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাণী রাসমণির পিতার নাম ছিল হরেকৃষ্ণ দাস।

খ রাণী রাসমণির প্রজাদের কল্যাণে সদা তৎপর ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণে রাণী রাসমণি ইংরেজ সরকারের সাথে বিরোধে নামেন। টোনার খাল খনন, বাবু ঘাট, বাবু রোড নির্মাণে রাণী রাসমণির উদ্যোগও তাঁর প্রজাবাৎসল্য প্রকাশ করে।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ রাণী রাসমণির সংৰিপ্ত পরিচয় দাও।

ঘ রাণী রাসমণির জনকল্যাণমূলক কাজের বর্ণনা দাও।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ রাণী রাসমণি

ভারতবর্ষে কিছু মহীয়সী নারী ধর্ম ও কর্মের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। কলকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে এমনই একজন মহীয়সী নারী আজীবন ধর্মচর্চা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। সরকারের সাথে লড়াই করে তিনি জেলেদের স্বার্থে গঙ্গার জলকর বন্ধ করে দেন। আবার নীলকরদের উৎপীড়নের হাত থেকে রৰা করেন তাঁর প্রজাদের। মৃত্যুর আগের দিন এই মহীয়সী নারী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর দানপত্র করে যান।

ক. বামাপেৰা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. শ্রীরামকৃষ্ণের ৫টি উপদেশ লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহীয়সী নারীর কথা বলা হয়েছে? ধর্মচর্চার ৰেত্রে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত মহীয়সী নারীর জীবনী আমাদের জন্য কতটুকু শিৰণীয় বলে তুমি মনে কর? মতামত প্রদান কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বামাৰেপা তারাপীঠের অটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খ শ্রীরামকৃষ্ণের ৫টি উপদেশ হলো :

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর।
২. যতৰণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।
৩. একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে।
৪. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।
৫. যত মত তত পথ।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ ধর্মচর্চায় রাণী রাসমণির অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ রাণী রাসমণির জীবনের শিৰণীয় দিক বিশেৱষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কে পরম ধার্মিক ও রূ পবান ছিলেন?
উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের বাবা বসুদেব পরম ধার্মিক ও রূ পবান ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কংস কীভাবে দেবকীর ছয়টি পুত্র সন্তানকে হত্যা করল?
উত্তর : কংস দেবকীর ছয়টি পুত্র সন্তানকে পাথরে আছড়ে হত্যা করে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাবা লোকনাথ কীভাবে জীবের সেবা করতে বলেন?
উত্তর : বাবা লোকনাথ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে বলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মানন্দ কী?
উত্তর : জীবের কল্যাণ করে যে আনন্দ লাভ করা যায় তাই ব্রহ্মানন্দ।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ যত্তে রূ পং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি দ্বারা কী বোঝান হয়?
উত্তর : আমি তোমাদের কল্যাণতম রূ পই প্রত্যক্ষ করি।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বিচার করতেন না?
উত্তর : বাবা লোকনাথ জাতি, ধর্ম, বর্ণ বিচার করতেন না।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ভগবান দেবকীর কোন সন্তানকে দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যান?
উত্তর : ভগবান বলরামকে দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যান। এর পূর্বে রাজা কংস আরও ছয়টি সন্তানকে পাথরে আছড়ে হত্যা করেন। এজন্য ভগবান বলরামকে দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ গোকুলের শিশুদের হত্যা করার আদেশ কে এবং কেন দেয়?
উত্তর : কংস গোকুলের সকল শিশুকে হত্যা করার আদেশ দেয়। কারণ গোকুলের কোনো এক শিশুর দ্বারা তার জীবন শেষ হবে। এটা সে জানতে পেরেছিল দৈববাণীর মাধ্যমে। এ কথা জেনে কংস ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে গোকুলের শিশুদের হত্যা করার আদেশ দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ রাণী রাসমণি জগন্নাথ ৰেত্রে গিয়ে কী ভূমিকা রাখেন?
উত্তর : রাণী রাসমণি জগন্নাথ পূণ্যভূমিতে গিয়ে সেখানকার জরাজীর্ণ রাস্তাঘাট দেখেন। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি সকল রাস্তা সংস্কার করে দেন। ষাট হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের জন্য হীরকখচিত তিনটি মুকুটও তৈরি করিয়ে দেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ লোকনাথ কাকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং কেন?
উত্তর : লোকনাথ এক গোয়ালিনীকে মা বলে সম্বোধন করতেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে সকল মানুষ সমান ছিল। লোকনাথ জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বিচার করতেন না। তাঁকে এক গোয়ালিনী দুধ দিতেন। এজন্য তিনি তাকে 'মা বলে ডাকতেন।

অষ্টম অধ্যায়

⏭ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

শিৰার্থীরা যা জানবে–

- ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে
- নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব
- মূল্যবোধ সম্পর্কে
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিকতা সম্পর্কে
- সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা

বিষয়–সংৰেপ

ধর্ম হলো ন্যায়বিচার ও জীবনাচরণের বিধিবিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম মেনে চলা উচিত। আর নৈতিকতা হলো সকলের মঙ্গালের অন্যের ক্ষতি না করা, অন্যের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা, ন্যায়ের পথে চলা ইত্যাদি। আর ধর্মের মাধ্যমে নিজের চরিত্রে নৈতিকতা প্রকাশ করা যায়। ধর্ম নৈতিকতা শেখায়। বাস্তব জীবনে চলার জন্য সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা অপরিহার্য। আর নৈতিক মূল্যবোধ হলো ধর্মের একটি অঙ্গ। নৈতিকতা ধার্মিকের গুণ। যার নৈতিকতা নেই, সে অধার্মিক। ধর্মপথে চললে এ নৈতিকতা অর্জন করা যায়। তাই ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মানুষের নিজস্ব ধর্ম —।
২. পরের কষ্ট দূর করার প্রবৃত্তির নাম —।
৩. নীতি হচ্ছে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ — করার জ্ঞান।
৪. রাজা রন্তিদেব — ব্রত পালন করেছিলেন।
৫. শৃঙ্খলাবোধ হচ্ছে — গঠনের অন্যতম উপায়।

উত্তর : ১. রয়েছে; ২. দয়া; ৩. বিচার; ৪. অযাচক; ৫. নৈতিক মূল্যবোধ।

■ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের	বৈষ্ণব সেবন
২. জীবের মধ্যে আত্মারূপে	মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়
৩. নামে রুচি জীবে দয়া	ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন
৪. দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের	গভীর সম্পর্ক রয়েছে
	ঈশ্বর আছেন

উত্তর :

১. ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের **গভীর সম্পর্ক রয়েছে।**
২. জীবের মধ্যে আত্মারূপে **ঈশ্বর আছেন।**
৩. নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন
৪. দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের **মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়।**

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. মানুষের ধর্মের বা মনুষ্যত্বের কয়টি বিশেষ লৰণ রয়েছে?
ক ২ খ ৩ ● ৫ ঘ ১০

২. শ্রদ্ধা যখন গভীর হয় তখন তাকে কী বলে?
ক স্নেহ খ দয়া ● ভক্তি ঘ শিষ্টাচার

৩. নৈতিকতা বলতে বোঝায়–
i. ভালো কাজ করার মানসিকতা ii. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
iii. অন্যের অমঙ্গাল না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী কণার বাড়ির পাশে একটি বিড়াল ছানা অসহায়ভাবে পড়ে আছে দেখে তার মায়া হয়। সে এটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং আদর যত্নে বড় করে তোলে। বিড়ালটি এখন কণার খুবই ভক্ত।

৪. কণার আচরণে কোন নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে?
ক ভক্তি খ শ্রদ্ধা ● জীবসেবা ঘ কর্তব্যনিষ্ঠা

৫. কণার উক্ত আচরণের অন্তর্নিহিত সারকথা হলো–
ক ভক্তিই মুক্তির পথ
খ শ্রদ্ধাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ
● জীবসেবাই ঈশ্বরের সেবা
ঘ কর্তব্যনিষ্ঠা মানুষকে মহান করে তোলে

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ধর্ম বলতে কী বোঝ?

উত্তর : যা ধারণ করা হয় এবং যা থেকে মোৰলাভ হয় তা–ই ধর্ম। ধর্ম শব্দটির একটি অর্থ ন্যায়বিচার ও জীবনধারণের বিধিবিধান। অর্থাৎ যে বিশেষ গুণ, যা আমাদের ধারণ করে, যার অনুশীলন দ্বারা জীবের কল্যাণ হয় এবং নিজের মোৰলাভ হয়, তার নাম ধর্ম।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নৈতিকতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : 'নৈতিকতা' বলতে বোঝায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ না করার মানসিকতা। নৈতিকতা একটি চারিত্রিক গুণ। নৈতিকতা একটি মূল্যবোধ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কর্তব্য নিষ্ঠার ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গভীর মনোযোগ থাকাই হলো কর্তব্যনিষ্ঠা। কর্তব্যনিষ্ঠা শব্দটির মানে হলো নিজের করণীয় কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ। যেমন : আরবণির কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যানটি আমরা পড়েছি। সেই যে সৌম্যের শিষ্য আরবণি। তিনি গুরবর আদেশে খেতের আল বেঁধে বর্ষার জল আটকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জল আটকানোর জন্য আল বাঁধতে না পেরে নিজেই আল হয়ে খেতের পাশে শুয়েছিলেন। আরবণির এ কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যান ধর্মগ্রন্থে স্বর্ণাৰরে লেখা রয়েছে। আর আমাদের যেন ডেকে বলছে, 'তোমরাও আরবণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হও।'

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভক্তি হচ্ছে ভক্তির পাত্রের প্রতি চরম অনুরাগ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমার্থক। তবে ব্যবহারের ৰেত্রে একটু পার্থক্য আছে। শ্রদ্ধা যখন গভীর হয়, তখন তাকে বলে ভক্তি। এ শব্দটি আমরা বিভিন্ন জায়গায়, কথায় প্রয়োগ করি। যেমন : মায়ের প্রতি যে ভক্তি, তার নাম মাতৃভক্তি। আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি

আমাদের পালন করেন। তিনি নানাভাবে আমাদের মঙ্গল করেন। এজন্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি থাকা উচিত। আর এটাই ঈশ্বরভক্তি। আবার এ রকম পিতৃভক্তি, গুরবভক্তি, ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যা থেকে মানুষ জগতের মঙ্গাল এবং নিজের মুক্তি লাভ করতে পারে তার নাম ধর্ম। নৈতিকতা বলতে বোঝায় ভালো ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝে ভালো কাজ করা। ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মের মাধ্যমে অর্জিত হয় নৈতিক শিৰা। আবার নৈতিক শিৰায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নৈতিক মূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাপন করার মধ্যদিয়ে ধর্মীয় উপদেশ ও অনুশাসন পালন করা হয়। আর সে শিৰাকে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে প্রয়োগ করে একই সাথে পেতে পারি নিজের ও সমাজের সকল মানুষের মঙ্গাল। সুতরাং ধর্ম ও নৈতিকতা একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূলকথা– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে, মানুষের মঙ্গালের কথা বলে। নৈতিক মূল্যবোধ একই কথা বলে। নৈতিক মূল্যবোধ ধর্মের মূল কথা। আর এ মূল কথাটি আমরা জানতে পারি হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মাধ্যমে। হিন্দুধর্মতত্ত্ব নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন নৈতিকতা জানা যায়। এসব ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদাহরণরূ পে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুধর্মের উপদেশ–অনুশাসন মেনে চললে এবং ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহের দৃষ্টান্ত থেকে শিৰা নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করলে জীবন হবে ধর্মীয় চেতনায় দীপ্ত এবং নৈতিক শিৰায় উজ্জ্বল। আর সে উজ্জ্বলতায় সমাজ হবে উদ্ভাসিত।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সদাচরণের মূলেই রয়েছে ভক্তি–শ্রদ্ধা–কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পূজনীয় বা শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির প্রতি প্রাণের যে টান বা অনুরাগ তা–ই ভক্তি। ভক্তি মানে শ্রদ্ধা। ভক্তি বা শ্রদ্ধা একটি নৈতিক গুণ এবং তা ধর্মেরও অঙ্গ।

আমরা মা–বাবাকে শ্রদ্ধা করি। শিৰকদের শ্রদ্ধা করি। যারা আমাদের গুরবজন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি। আর গুরবজনেরা আমাদের স্নেহ করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বড়দের প্রতি ছোটদের যে শিষ্টাচার তাকে বলে শ্রদ্ধা। ছোটদের প্রতি বড়দের যে মমতামাখা আচরণ, তার নাম স্নেহ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমার্থক। তবে ব্যবহারের ৰেত্রে একটু পার্থক্য আছে। ভক্তি হচ্ছে ভক্তির পাত্রের প্রতি চরম অনুরাগ। শ্রদ্ধা যখন গভীর হয়, তখন তাকে বলে ভক্তি।

তাই বলা যায়, সদাচরণের মূলেই রয়েছে ভক্তি শ্রদ্ধা।

প্রশ্ন ৪ ॥ জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অন্যের মঙ্গাল বা অন্যের আনন্দের জন্য যে কাজ করা হয় তার নাম 'সেবা'। জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ।

হিন্দুধর্মতত্ত্বে এ সেবা কথাটি খুবই গভীর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার দ্বারা আমাদের ভেতর আত্মারূপে যে ঈশ্বর বাস করেন, তাঁর সেবা করি। তাই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হয়ে যায়। জীবসেবা যেমন ধর্মের দিক থেকে আচরণীয়, তেমনি নৈতিকতার দিক থেকেও পালনীয় গুণ।

প্রশ্ন ৫ ॥ ভ্রাতৃপ্রেম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কাজল আর সজল দুই ভাই। দুজনে খুব মিল। কাজলের খুশিতে সজল খুশি হয়। সজলের খুশিতে কাজল খুশি হয়। আবার কাজল কষ্ট পেলে সজল কষ্ট পায়। সজল কষ্ট পেলে কাজল কষ্ট পায়। এই যে কাজল ও সজলের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা বা মমতা, একেই বলে ভ্রাতৃপ্রেম।

আমাদের পরিবারে ও সমাজে ভ্রাতৃপ্রেম খুবই দরকারি একটি নৈতিক গুণ। যেসব নৈতিক গুণের জন্য পরিবার শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকে, সেগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম একটি। আর প্রতিটি পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকলে গোটা সমাজও শান্তিপূর্ণ থাকবে।

আমরা জানি, রামায়ণে রাম–সীতা যখন চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যান তখন লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে বনে যান। ভ্রাতৃপ্রেমের কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত! একইভাবে ভরত রাজ্যশাসনের ভার পেয়েও রামকে ফিরিয়ে আনতে যান। রাম ফিরলেন না। ভরত তাঁর পাদুকা সিংহাসনে রেখে নিচে বসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। আমরা জানি, রাম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যভার ফিরিয়ে দিলেন। তাই ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

লক্ষ্মণ আর ভরতের এ ভ্রাতৃপ্রেম রামায়ণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের এ ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত আমরাও অনুসরণ করব। তাহলে আমাদের পরিবার ও সমাজ শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হবে।

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা; দয়া

প্রণববাবু শিৰকতা করেন। তার স্ত্রী ব্যাংকে চাকুরি করেন। তাদের দুটি ছেলেমেয়ে। প্রণববাবু ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে রিপনকে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর রিপন অসুস্থ হয়ে পড়লে পরীৰা–নিরীৰার পর দেখা গেল সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এমন রোগের কথা শুনে প্রণববাবুর স্ত্রী রিপনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু প্রণববাবু তা না করে রিপনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সকলকে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দেন।

ক. যা আমাদের ধারণ করে তাকে কী বলে?
খ. নৈতিকতা ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
গ. প্রণববাবুর আচরণে কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'প্রণববাবুর পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক'–উক্তিটি তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে বিশেরষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা আমাদের ধারণ করে তাকে ধর্ম বলে।

খ নৈতিকতা একটি নৈতিক মূল্যবোধ। কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার জ্ঞানকে বলে 'নীতি'। আর 'নৈতিকতা' বলতে বোঝায় ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ না করার মানসিকতা। নৈতিকতা একটি চারিত্রিক গুণ। উদাহরণ : কর্তব্যনিষ্ঠা, গুরবজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি।

গ প্রণববাবুর আচরণে জীবসেবার নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঈশ্বর জীবের আত্মারূ পে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ জীবসেবা হিন্দুধর্মের অঙ্গ।

উদ্দীপকের প্রণববাবু তার ছেলেমেয়েকে দেখাশোনা করার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে রিপন নামের একটি ছেলেকে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে রিপন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে প্রণববাবু তার স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করে ছেলেটির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। পাশাপাশি তাকে সারিয়ে তোলার জন্য পরিবারে সবাইকে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দিলেন। এতে তার চরিত্রে জীবসেবার গুণটি প্রকাশ পায়। আর এই গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি একটি অসহায় জীবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের সেবা করেছেন। অর্থাৎ, প্রণব বাবুর আচরণে জীবসেবার নৈতিকগুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ প্রণববাবু পরিবারের সকলকে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক।

অন্যের কষ্ট দেখলে মন কাঁদা এবং তার কষ্ট লাঘব করার জন্য অনুভূত ইচ্ছাকেই বলা হয় দয়া। আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা সামর্থ্যহীন, অসুখ হলেও ওষুধ কিনে খাওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। এদের সমাজের কেউ দেখতে পারে না। এদের দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে বলা হয় দয়া। আমরা জানি জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তাই জীবকে দয়া করে তাদের দুঃখ–কষ্ট দূর করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। কেননা ঈশ্বর নিজেই দয়া পাওয়ার আশায় দরিদ্ররূ পে ঘুরে বেড়ান।

উদ্দীপকের প্রণববাবু তার পরিবারকে অসুস্থ রিপনের দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শটি দিয়ে তার হৃদয়ের দয়ার ভাবটি প্রকাশ করেছেন। আর এতে তিনি একটি দরিদ্র অসহায় মানুষের আদলে ঈশ্বরকে দয়া দেখিয়েছেন এবং সন্তুষ্ট করেছেন।

তাই এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে বলা যায়, প্রণববাবুর পরামর্শটি ছিল নিঃসন্দেহে যৌক্তিক।

প্রশ্ন– ২ ধূমপান অনৈতিক কাজ

শোভন সব সময় লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। হঠাৎ কিছু দুষ্টু ও খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে ধূমপান শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদকে আসক্ত হয়। এতে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। এদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰক মহোদয় তার বাবাকে তার আচরণ ও লেখাপড়ার অবনতির কথা জানালে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি ও প্রধান শিৰক মহোদয় শোভনকে এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। এতে শোভন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং মাদককে 'ঘৃণা' ও 'না' বলার অঙ্গীকার করে।

ক. ধর্মীয় দৃষ্টিতে ধূমপান কী ধরনের কাজ? ১

খ. ধূমপানকে কেন বিষপান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শোভনের কোন ধরনের শারীরিক ৰতি হতে পারে– পাঠবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শোভনের অঙ্গীকারটি তোমার পঠিত নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত প্রতিজ্ঞা ছড়ার আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মীয় দৃষ্টিতে ধূমপান মহাপাপ।

খ ধূমপানকে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিষপান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ বিড়ি, সিগারেট, তামাক বা চুরবটের ধোঁয়ায় থাকে 'নিকোটিন' জাতীয় পদার্থ। এ পদার্থ বিষ। এ বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মানুষের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। ধূমপানের মধ্য দিয়ে নিকোটিন জাতীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করে। তাতে শরীর ও মনের খুবই ক্ষতি হয়।

গ ধূমপানের মধ্য দিয়ে নিকোটিন জাতীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করে। উদ্দীপকের শোভনের মারাত্মক ধরনের শারীরিক ৰতি হতে পারে।

সিগারেট বা চুরবটের ধোঁয়ায় নিকোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে। এ পদার্থ বিষাক্ত। এতে শরীরের অনেক ৰতি হয়। চিকিৎসকগণের মতে ধূমপানের ফলে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক–আলসার, ৰুধামান্দ্য, হৃদরোগসহ অনেক ধরনের শারীরিক রোগ হয়।

উদ্দীপকের শোভন একজন ধূমপায়ী। প্রথম প্রথম সিগারেট খেলেও পরবর্তীতে সে অন্যান্য মাদকে আসক্ত হয়। এর মাধ্যমে সে নিকোটিন জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ শরীরে নেয়। আর এর ফলে সেও শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক–আলসার, ৰুধামান্দ্যসহ প্রভৃতি শারীরিক সমস্যায় ভুগতে পারে। অর্থাৎ শোভনের শরীরে নিকোটিন জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করে শরীরের মারাত্মক ৰতি হতে পারে।

ঘ শোভনের অঙ্গীকারটি অর্থাৎ ধূমপানকে 'ঘৃণা' ও 'না' বলার অঙ্গীকারটি তার নৈতিক মূল্যবোধেরই পরিচায়ক।

ধর্ম বইতে ধূমপানকে অনৈতিক কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। কেননা ধূমপান হচ্ছে বিষপান। এর ধোঁয়ায় নিকোটিন জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা মানুষের ৰতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ধূমপান তথা মাদকদ্রব্য গ্রহণের নিষেধ বাণী ধর্মে উচ্চারিত হয়েছে। এ জন্য আমাদের ধর্মীয় নীতিবোধ মেনে চলা উচিত।

উদ্দীপকের শোভন প্রথম জীবনে ধূমপান করলেও পরবর্তীতে তার বাবা ও প্রধান শিৰকের হস্তৰেপে সে সঠিক পথে ফিরে আসে। নীতিধর্ম মেনে চলার চেষ্টা করে। সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলা এবং সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে ধূমপানকে 'ঘৃণা' ও 'না' বলার অঙ্গীকার করে। ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠা করাই অঙ্গীকারের মূল লৰ্য।

পরিশেষে উলিৱখিত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, ধূমপান 'ঘৃণা' ও 'না' বলার শোভনের অঙ্গীকারটি তার নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১, ২, ৩ ও ৪ : ধর্ম ও নৈতিকতার ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব, জীবসেবা এবং দয়া

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৭৮, ৭৯ ও ৮০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **ধর্ম শব্দের অর্থ কী?** (জ্ঞান)
● ন্যায়বিচার ⓚ প্রার্থনা ⓖ ধৈর্য ⓘ বিশ্বাস

২. **সাধারণত জীব বা বস্তুর গুণকে কী বলে?** (জ্ঞান)
● ধর্ম ⓚ আকার ⓖ আকৃতি ⓘ পরিমাণ

৩. **মানুষের ধর্ম কী?** (জ্ঞান)
ⓚ ঈশ্বরের আরাধনা ● মানবতা
ⓖ ঈশ্বরের বিশ্বাস ⓘ মঙ্গল কামনা

৪. **মানুষের ধর্ম বা মনুষ্যত্বের লক্ষণ কয়টি?** (জ্ঞান)
ⓚ ৪ ● ৫ ⓖ ১০ ⓘ ১২

৫. **নীতি শব্দের অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ⓚ ভালো–মন্দ গ্রহণ করা ● ভালো–মন্দ বিচার করার জ্ঞান
ⓖ পূজা করা ⓘ নিয়ম মেনে কাজ করা

৬. **অধার্মিক বলতে কী বুঝ?** (জ্ঞান)
● নৈতিকতাহীন ব্যক্তি ⓚ যে উপাসনা করে না
ⓖ প্রণাম না করা ⓘ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না

৭. **নৈতিকতা বলতে কী বোঝ?** (জ্ঞান)
● ভালো–মন্দের পার্থক্য বুঝে কাজ করার মানসিকতা
ⓚ ভালো কাজ করার মানসিকতা
ⓖ শুধু মন্দ কাজ করা ⓘ শুধু পরিশ্রম করা

৮. **ধার্মিকের গুণ কোনটি?** (জ্ঞান)
ⓚ ভক্তি ⓚ বিশ্বাস ⓖ চিন্তা ● নৈতিকতা

৯. **সত্য ও ন্যায়ের কথাকে কী বলে?** (জ্ঞান)
ⓚ দর্শন ● ধর্ম ⓖ প্রবন্ধ ⓘ বিজ্ঞান

১০. **শান্তির প্রতীক কোনটি?** [গভঃল্যাবরেটরী হাই স্কুল, খুলনা]
ⓚ চক্র ⓚ পদ্ম ● স্বস্তিকা ⓘ শঙ্খ

১১. **শঙ্খ কীসের প্রতীক?** (জ্ঞান)
● মঙ্গালের ⓚ শান্তির ⓖ ধর্মের ⓘ সাহসের

১২. **দুর্গাপূজার সময় কী অঙ্কন করা হয়?** (জ্ঞান)
ⓚ স্বস্তিকা ● সর্বতোভদ্রমণ্ডল ⓖ চক্র ⓘ কমণ্ডল

১৩. **জীবের মধ্যে ঈশ্বর কীরূপে অবস্থান করেন?** (জ্ঞান)
ⓚ শক্তিরূপে ⓚ জ্ঞানরূপে ● আত্মারূপে ⓘ সাকার রূপে

১৪. **জীবকে কষ্ট দিলে কে কষ্ট পায়?** (জ্ঞান)
ⓚ মানুষ ⓚ দেবতা ● ঈশ্বর ⓘ পূজারি

১৫. **সেবা অর্থ কী?** (জ্ঞান)
● উপাসনা করা ⓚ পূজা করা ⓖ অর্থ দান করা ⓘ আশ্রয় দেওয়া

১৬. **সেবা বলতে কী বোঝায়?** (জ্ঞান)
● অন্যের মঙ্গালের জন্য কাজ করা
ⓚ অন্যকে জ্ঞান দেওয়া
ⓖ নিজের মঙ্গালের জন্য যে কাজ করা
ⓘ অন্যদের ভালো উপদেশ দেওয়া

১৭. **জীবের মঙ্গাল করাকে কী বলে?** (জ্ঞান)
ⓚ ঠাকুরসেবা ⓚ শ্রদ্ধা ● জীবসেবা ⓘ ভক্তি

১৮. **জীবের মঙ্গালের জন্য কাজ করাকে কী বলা হয়?** (জ্ঞান)
ⓚ ঠাকুর সেবা ● জীবসেবা ⓖ সমাজসেবা ⓘ ঈশ্বর সেবা

১৯. **রন্তিদেব কতদিন অভুক্ত ছিলেন?** [নাটোর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ৪০ ⓚ ৪৪ ⓖ ৪৫ ● ৪৮

২০. **দয়া কী?** (জ্ঞান)
● কষ্ট দূর করার মনোভাব ⓚ দান করার মনোভাব
ⓖ উপাসনার মনোভাব ⓘ দীৰা দেওয়ার মনোভাব

২১. **দয়াকে গুরৰত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন কোন মনীষী?** (জ্ঞান)
● শ্রীচৈতন্য ⓚ লক্ষ্মণ ⓖ রাম ⓘ শ্রীকৃষ্ণ

২২. **কোনটি দ্বারা মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়?** (জ্ঞান)
● দয়া ⓚ শ্রদ্ধা ⓖ ভক্তি ⓘ বিশ্বাস

২৩. **নৈতিকতার প্রয়োজন কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ● ভালো–মন্দ বিচারের জন্য
ⓖ ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ⓘ ধর্ম পালনের জন্য

২৪. **রাজা রন্তিদেব বিখ্যাত হয়ে আছেন কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য ⓚ কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য
● জীবসেবার জন্য ⓘ সততার জন্য

২৫. **রাজা রন্তিদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি কোন ব্রত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শুরৰ করলেন।** (প্রয়োগ)
● অযাচক ব্রত ⓚ উপবাস ⓖ মৌনীব্রত ⓘ অনাহার ব্রত

২৬. **বাড়িতে একজন বয়স্ক লোক আসলে মা জয়াকে সেবা দিতে বললেন। জয়া এৰেত্রে প্রথমে কী করবে?** (প্রয়োগ)
● প্রণাম করবে ⓚ খাবার খেতে দিবে
ⓖ বসতে দিবে ⓘ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে

২৭. **মায়ার পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের অনুরাগ রয়েছে। তার এই অনুরাগের নাম?** (প্রয়োগ)
ⓚ সহিষ্ণুতা ⓚ সম্মান ● ভক্তি ⓘ শ্রদ্ধা

২৮. **সনাতন অন্যের মঙ্গালের জন্য সদা সচেস্ট। এ ধরনের কাজের মঙ্গালকর নাম?** (প্রয়োগ)
ⓚ দয়া ● জীবসেবা ⓖ কর্তব্যনিষ্ঠা ⓘ ভ্রাতৃপ্রেম

২৯. **পার্থ প্রতিদিন ভগবানের নামে রবচি, জীবের প্রতি দয়া এবং বৈষ্ণবরূপ মানুষের সেবা করেন। তার এ কাজগুলো কীসের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ?** (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ ভগবানের ⓚ পুণ্যলাভের ⓖ ব্রাহ্মণের ● হিন্দুধর্মের

৩০. **মনুষ্যত্বের পাঁচটি লৰণের কথা কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?** (জ্ঞান)
ⓚ গীতা ● মনুসংহিতা ⓖ অথর্বসংহিতা ⓘ উপনিষদ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১. **চক্র কীসের প্রতীক—** (অনুধাবন)
i. সাহস ii. ন্যায়বিচার iii. শান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও iii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩২. **সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে ব্যবহার করা হয়—** (অনুধাবন)
i. হলুদ ii. বেলপাতা গুঁড়া
iii. শঙ্খের গুঁড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৩. **জীবসেবা হিন্দুধর্মের —** (অনুধাবন)
i. অঙ্গ ii. নৈতিক গুণ
iii. নৈতিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪. **যাকে ধর্ম ধারণ করে আছে —** (অনুধাবন)
i. মানুষ ও পশুপাখি ii. সমুদ্র ও নদীনালা
iii. পাহাড়–পর্বত ও মরৰভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫. **দুর্গাপূজার সময় সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে যে রং ব্যবহার করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয় —** (অনুধাবন)
i. হলুদ ও আবির ii. বেলপাতা গুঁড়ো
iii. বেগুনীলতা গুঁড়ো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিদান বাবু দয়াকে অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ মনে করে সবসময় জীবের সেবা করেন। কোনো মানুষকে অসহায় অবস্থায় দেখলে তার মন কেঁদে ওঠে। তিনি মনে করেন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য এগুলোই হওয়া উচিত।

৩৬. **কোন মনীষীর ভাবনার সাথে নিদান বাবুর ভাবনার মিল রয়েছে?** (প্রয়োগ)
● শ্রীচৈতন্য ⓚ শ্রীকৃষ্ণ ⓖ শ্রীরামকৃষ্ণ ⓘ রাজা দশরথ

৩৭. **হিন্দুধর্মের উক্ত বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতে হলে—** (উচ্চতর দৰতা)
i. ৰুধার্ত মানুষকে খাবার দিতে হবে
ii. আহত জীবের সেবা করতে হবে
iii. মানুষকে সম্মান করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাখি ধর্মের বিশেষণগুলো অনুসরণ করে ধার্মিকে পরিণত হতে চান। এজন্য তিনি পুরোহিত মশায়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একটি গ্রন্থ পড়ার পরামর্শ দেন।

৩৮. **পুরোহিত মশায় কোন গ্রন্থটি পড়ার পরামর্শ দেন?** (প্রয়োগ)
● মনুসংহিতা ⓚ সামসংহিতা ⓖ অথর্বসংহিতা ⓘ পরাশর সংহিতা

৩৯. **উক্ত গ্রন্থ পড়ে রাখি জানতে পারবে যেভাবে —** (অনুধাবন)
i. সৎপথে থাকা যায় ii. দেহ মন পবিত্র রাখা যায়
iii. সচেতন হওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ- ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ : ভক্তি বা শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃপ্রেম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায় এবং ধূমপান অনৈতিক কাজ

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৮১, ৮২, ৮৩ ও ৮৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০. **পরিবার ও সমাজে ভ্রাতৃপ্রেম প্রয়োজন কেন?** (অনুধাবন)
● শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ⓚ বীরত্ব প্রকাশের জন্য
ⓖ পূজা পার্বণের জন্য ⓘ ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য

৪১. **দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ কেন বিখ্যাত?** (অনুধাবন)
ⓚ দয়ার জন্য ⓚ ৰমার জন্য
● সততার জন্য ⓘ জীবসেবার জন্য

৪২. ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
● রামায়ণ ⓖ মহাভারত ⓖ মনুসংহিতা ⓘ উপনিষদ

৪৩. ভরত সিংহাসনের উপরে রামের কী রেখে রাজ্য শাসন করতেন? (জ্ঞান)
ⓚ মূর্তি ● পাদুকা ⓖ পদধূলি ⓘ মুকুট

৪৪. হিন্দুধর্মগ্রন্থ মতে ধর্মের বাহ্য লৰণ কয়টি? (জ্ঞান)
ⓚ ৭ ⓖ ৮ ⓖ ৯ ● ১০

৪৫. নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে ধর্মীয় – (অনুধাবন)
ⓚ আদেশ ● অনুশাসন ⓖ নির্দেশ ⓘ ব্যবহার

৪৬. সুমন তার জীবনের সকল ৰেত্রে ধর্মীয় বিধান মেনে চলেন। তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)
● ধার্মিক ⓖ ভক্ত ⓖ সাধক ⓘ সন্ন্যাসী

৪৭. পরাগ নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। অপরের কোনো ৰতি করেন না। তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)
● নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ ⓖ বিবেকসম্পন্ন মানুষ
ⓖ ধার্মিক মানুষ ⓘ সাধু মানুষ

৪৮. কান্তি রায় মন্দিরে নিয়মিত পূজা দেয়। এর ফলে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)
● মোৰ ⓖ সম্পদ ⓖ সন্তুষ্টি ⓘ স্বর্গ

৪৯. বসুদেব সম্প্রীতির ভাব বজায় রেখে সমাজে বাস করে। তার এ সম্প্রীতির দ্বারা সমাজের কী লাভ হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ সম্পত্তি ● মঙ্গল ⓖ সম্পদ ⓘ আর্থিক উন্নতি

৫০. জীবের কষ্ট দেখে রাঁধার মনে কষ্ট হয়। কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে এমনটি হয়? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ কর্তব্যনিষ্ঠা ⓖ নৈতিক অসারতা
● নৈতিক মূল্যবোধ ⓘ ধর্মবিশ্বাস

৫১. জয়তারা ধর্মের উপদেশ মেনে চলেন। জয়তারার ধর্মের কথা মেনে চলার পেছনে নিচের কোন কারণটি যৌক্তিক? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ যথাযথভাবে ধর্ম পালন ⓖ জীবনকে সুন্দর করা
ⓖ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ ● নিজ ও জগতের কল্যাণ

৫২. শ্রীগোবিন্দের জীবের প্রতি ভালোবাসা অতুলনীয়। তার এ ভালোবাসার তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
● ঈশ্বরের উপাসনা ⓖ জীবের প্রতি শ্রদ্ধা
ⓖ ধর্মাচার পালন ⓘ ধর্মের বৈশিষ্ট্য

৫৩. বিড়ি সিগারেটে থাকে– (জ্ঞান)
ⓚ প্রোটিন ● নিকোটিন ⓖ কার্বো–হাইড্রেড ⓘ অক্সিজেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. ভ্রাতৃপ্রেম হলো– (অনুধাবন)
i. একের দুঃখে অন্যে কষ্ট পাওয়া
ii. ভালোবাসা থাকা iii. শ্রদ্ধা থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৫. যে কারণে আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি – (অনুধাবন)
i. তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন ii. তিনি আমাদের পালন করেন
iii. তিনি নানাভাবে আমাদের মঙ্গল করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৬. যাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উলেৰখ করেছেন – (অনুধাবন)
i. ভগবানের নামে রবচি ii. জীবের প্রতি দয়া করা
iii. বৈষ্ণবরূ প মানুষের সেবা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭. মাদক যার ওপর ৰতিকর প্রভাব বিস্তার করে – (অনুধাবন)
i. দেহ ii. মন iii. প্রাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাসচালক সুব্রত সারারাত বাস চালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছে। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল বার বার। কিন্তু তারপর সে সাবধানে গাড়ি চালিয়ে নিরাপদে যাত্রীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরেছে।

৫৮. সুব্রতের চরিত্রের মধ্যে কোন গুণের প্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ন্যায়পরায়নতার ● কর্তব্যনিষ্ঠার
ⓖ ভ্রাতৃপ্রেমের ⓘ দয়ার

৫৯. উক্ত গুণটি অনুশীলনের মাধ্যমে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ii. মানুষ নিরাপত্তা লাভ করবে
iii. মানুষ ধৈর্যশীল হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ জীবসেবা

ঈশ্বর আত্মারবপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়। জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ।

[মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা, গভঃল্যাব হাইস্কুল, খুলনা]

ক. ধর্ম বলতে কী বোঝ? ১
খ. নৈতিকতা ধারণাটি উদাহরণসহ লিখ। ২
গ. হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূলকথা–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জীবসেবা একটি নৈতিকগুণ–দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা আমাদের ধারণ করে, যার অনুশীলন দ্বারা জীবের কল্যাণ হয় এবং নিজের মোৰলাভ হয়, তাই ধর্ম।

খ ভালো কাজ ও মন্দ কাজের পার্থক্য বুঝে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ না করার মানসিকতা হচ্ছে নৈতিকতা। নৈতিকতা একটি মহৎ গুণ। যেমন : আমি যোগাসন করি। এতে আমার শরীর ও মনের উপকার হয়। কিন্তু কারো ৰতি হয় না, তাই এটা ভালো কাজ। আবার মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। এতে অমঙ্গল হয়, তাই এটা খারাপ কাজ। আর নৈতিকতা হচ্ছে এই দুটিকে দেখে বুঝে ভালোটাকে গ্রহণ করা।

গ 'হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূল কথা'। এ উক্তিটি যথার্থ।
ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে। মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। নৈতিক মূল্যবোধও সেই একই কথা বলে। হিন্দুধর্মের শিৰায় উপদেশে ও অনুশাসনে নৈতিক মূল্যবোধের গুরবত্ব অধিক। হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আত্মারূ পে জীবের মধ্যে অবস্থান করে। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। আবার জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ, একটি নৈতিক মূল্যবোধ। অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচিতা এবং সৎপথে থাকা–এই পাঁচটি লৰণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই মূল্যবোধের নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।
উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, ঈশ্বর আত্মারূ পে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা এবং জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর এগুলোর শিৰা আমরা হিন্দুধর্ম পাঠেই জানতে পাই। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূল কথা।

ঘ "জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ।" এ উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।
অন্যের মঙ্গল বা আনন্দের জন্য যে কাজ করা হয় তার নাম 'সেবা'। কিন্তু জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা যেসব কাজ করি তা জীবসেবা। হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস হচ্ছে, ঈশ্বর আত্মারূ পে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই আমরা যে আহার গ্রহণ করি, তার দ্বারা আমাদের ভেতর আত্মারূ পে যে ঈশ্বর বাস করেন তার সেবা করি। জীবসেবা ধর্মের দিককে প্রসারিত করে, তেমনি নৈতিকতার দিককেও রৰা করে। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর আত্মারূ পে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা এবং জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়।
আমরা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন উপাখ্যান থেকে জীবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। এসব দৃষ্টান্তের অনেক শিৰাও গ্রহণ করি। যেমন : পুরাকালে রন্তিদেব অযাচক ব্রত পালনের সময় ৪৮ দিন অভুক্ত ছিলেন। ৪৮ দিন অভুক্ত থাকার পর তিনি অন্যের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত নিজে না খেয়ে এক ৰুধার্ত ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলেন। কেবল এই উপাখ্যানই নয়, হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলোতে জীবসেবার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।
তাই উলিস্নখিত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, জীবসেবা একটি মহৎগুণ।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ জীবসেবা ও দয়া

অনিতার শিৰক অনিতার সামনে একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিল। "বিধাতার কাছে পেয়েছি যে বাণী তাই দিয়ে রচি গান, মানুষের লাগি ঢেলে দিয়ে যাবো বিধাতার দেওয়া প্রাণ" অনিতা তার শিৰকের আদর্শে বড় হয়েছে। তাইতো সেদিন শীতের বস্ত্র কিনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে বিলিয়েছে। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিকেও সে অনেক ভালোবাসে। অনিতার বিশ্বাস জীবের দুঃখ দূর করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

ক. লৰণ ও ভরতের কাহিনি কোন গ্রন্থে আছে? ১
খ. কর্তব্যনিষ্ঠা বলতে কী বোঝ? ২
গ. অনিতার মধ্যে কোন গুণটি পরিলৰিত হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত গুণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'জীবের দুঃখ দূর করলে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন'–অনিতার এ বিশ্বাসের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লৰণ ও ভরতের কাহিনি রয়েছে রামায়ণে।

খ সমাজে মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি মানুষের যে যত্ন বা নিষ্ঠা, তাই কর্তব্যনিষ্ঠা। কর্তব্যনিষ্ঠায় ব্যক্তিজীবন সুন্দর হয়। সমাজে বিরাজ করে শৃঙ্খলা ও শান্তি। তাই আমরা সকলের নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করব।

গ অনিতার মনে দয়া নামক গুণটি পরিলৰিত হয়েছে।
কারো দুঃখে মন কাঁদলে, তার কষ্ট দূর করে দেওয়ার যে ইচ্ছা তাই দয়া। জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূ পে অবস্থান করেন। তাইতো জীবের দুঃখ দূর করলে, জীবের কষ্ট লাঘব করলে, জীবে দয়া করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।
উদ্দীপকের অনিতা মানুষের দুঃখে কষ্ট পায়। পশুপাখির কষ্টেও সে কষ্ট অনুভব করে। সে সবার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে।
তাইতো সে শীতের সময় শীতের বস্ত্র কিনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে বিলায়। তার এ কাজটি দয়া নামের নৈতিক গুণটিরই প্রতিফলন। অর্থাৎ অনিতার মনে দয়া নামক গুণটি বিদ্যমান।

ঘ 'জীবের দুঃখ দূর করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন'– অনিতার এ বিশ্বাসের সাথে আমি একমত।
কেননা জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। জীবের দুঃখ কষ্ট তাই ঈশ্বরের দুঃখ, ঈশ্বরের কষ্ট। তাই জীবের প্রতি দয়া ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। জীবের সেবাই তাই ঈশ্বরের সেবা। তাই জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উচিত। জীবের দুঃখ দূর করার, কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা উচিত। তাইতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের প্রতি দয়াকে সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি বলে উলেস্নখ করেছেন।
উদ্দীপকের অনিতা তার শিৰকের দয়ার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। জীবের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদে, সে জীবের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে। দয়া নামের প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়। মানুষ ও সমাজের কল্যাণ হয়।
তাই বলা যায়, অনিতার বিশ্বাসটি ধর্মীয় দিক থেকে সম্পূর্ণ সঠিক। অনিতার এ বিশ্বাসের সাথে আমি একমত।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভক্তি বা শ্রদ্ধা

ধর্ম শিৰিকা শ্রাবন্তী রায় শ্রেণিতে বললেন ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কেননা ধর্ম দেখা যায় না। ধর্মবোধের কারণেই মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। আর ধর্মকর্মে সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা।

ক. ভক্তি কী? ১
খ. ধর্মবিশ্বাস বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শ্রাবন্তী রায়ের বক্তব্যে মানুষের কোন নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শ্রাবন্তী রায়ের শেষোক্ত বক্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রদ্ধা যখন গভীর হয়, তখন তাকে ভক্তি বলা হয়।

খ যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধর্ম গড়ে উঠেছে তাই ধর্মবিশ্বাস। ধর্ম কতিপয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন : হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয়– জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। তাই ঈশ্বর জ্ঞানে জীবকে সেবা করাই ধর্ম। আর এ বিশ্বাসই ধর্মবিশ্বাস।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কর্তব্যনিষ্ঠার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেস্নষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ হিন্দুধর্মের মূল কথা কোনটি?
উত্তর : নিজের মুক্তি বা মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণ এ দুটি হচ্ছে হিন্দুধর্মের মূল কথা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মাদক বলতে কী বোঝ?
উত্তর : মাদক বলতে এমন কিছু জিনিস বোঝায় যা আমাদের নেশাগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ধূমপান কী?
উত্তর : ধূমপান এক ধরনের মাদকাসক্তি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বিজ্ঞানে ধূমপানকে কী বলা হয়?
উত্তর : বিজ্ঞানে ধূমপানকে বিষপান বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বিড়ি সিগারেটে কী পদার্থ থাকে?
উত্তর : বিড়ি–সিগারেটে থাকে নিকোটিন নামক পদার্থ।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ধূমপানের ফলে কোন ধরনের রোগ হয়?
উত্তর : ধূমপানের ফলে নিউমনিয়া, যক্ষ্মা, ফুসফুস ক্যানসার, ব্রঙ্কাইটিস হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ নীতি কাকে বলে?
উত্তর : কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার জ্ঞানকে নীতি বলে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ নৈতিকতা কাকে বলে?
উত্তর : ভালো কাজ ও মন্দ কাজ না করার মানসিকতাকে নৈতিকতা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে কী কী উপকরণ লাগে?
উত্তর : সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কনে হলুদ, আবির, বেলপাতাগুঁড়ো প্রভৃতি উপকরণ লাগে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ জীবসেবার জন্য কে বিখ্যাত?
উত্তর : রন্তিদেব জীবসেবার জন্য বিখ্যাত।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ আরবণির নাম কী জন্য ধর্মগ্রন্থে আছে?
উত্তর : কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য আরবণির নাম ধর্মগ্রন্থে আছে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ভ্রাতৃপ্রেমে উজ্জ্বল কার নাম?
উত্তর : ভরতের নাম ভ্রাতৃপ্রেমে উজ্জ্বল।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ নৈতিকতার লৰ্য কী?
উত্তর : জীবনকে সত্য, সুন্দর ও শান্তিমণ্ডিত করা নৈতিকতার লৰ্য।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ঈশ্বরের শৃঙ্খলাবোধের প্রকাশ কোথায় ঘটে?
উত্তর : ঈশ্বরের শৃঙ্খলাবোধ তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে।
সৃষ্টির দিকে তাকালে ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। ঈশ্বর আত্মারূ পে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে মিশে আছেন। তাই সমস্ত সৃষ্টির শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ হিন্দুধর্ম মতে নেশা করলে কী হয়?
উত্তর : হিন্দুধর্ম মতে নেশা করলে মহাপাপ হয়।
নেশায় ব্যক্তি, সমাজ ও চরিত্র কলুষিত হয়। অর্থের অপচয় হয়। তাছাড়া যৰা, ব্রংকাইটিস, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগেও আক্রান্ত হয়। এতে জীবন অকালে ঝরে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ এ দেহ কার প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : এ দেহ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠান।
ঈশ্বরের সৃষ্টি। এ দেহ একটি যন্ত্র। এ দেহকে পবিত্র রাখলে ঈশ্বর খুশি হন। এতে পুণ্য লাভ হয়। আর পুণ্য লাভ হওয়ার ফলে জীবন হয় স্বর্গময়। সমাজেরও মঙ্গল হয়।